সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবদিগন্ত
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি চারুলতা
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পথের পাঁচালী
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্বেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ কলকাতার সনাতনীদের নিরাপত্তা নেই, সরব অর্জুন সিং
ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে সিইও দপ্তরে প্রশিক্ষণ ৩

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৯৯ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.09.2025, Vol.19, Issue No. 99, 10 Pages, Price 3.00

জামিন পার্থর, জেলমুক্তি নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এসএসসি গ্রুপ সি মামলায় বেল বন্ড জমা দিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে ৯০ হাজার টাকা বন্ড জমা দিলেন তাঁর আইনজীবী। এবার এই মামলায় আইনানুগ জামিন মিলল পার্থর। তবে এখনই তাঁর জেলমুক্তি হচ্ছে না। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার খাঁড়া ঝুলছে মাথার উপর। কলকাতা হাইকোর্টে সোমবারই তার শুনানি শেষ হয়েছে। তবে রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সেই মামলায় জামিন পেলে তবেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কারাগার থেকে বেরতে পারবেন বলে ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে খবর।

নিয়োগ দুর্নীতিতে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ওই বছরই ২৩ জুলাই পার্থ এবং অর্পিতাকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ২৭ জুলাই অর্পিতার বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে আরও ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। সঙ্গে মেলে বহুমূল্য গয়নাও। ইডির দাবি, সব মিলিয়ে অর্পিতার দু'টি ফ্ল্যাট থেকে নগদে মোট ৪৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং ৫ কোটি ৮ লাখ টাকার গয়না উদ্ধার হয়েছিল। সঙ্গে নানা বৈদেশিক মুদ্রাও মিলেছিল। ইডির দাবি, সোনাদানা, ফ্ল্যাট-বাড়ি মিলিয়ে কম করে ৬০ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীকালে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-সহ একাধিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই-ও গ্রেপ্তার করে পার্থ এবং অর্পিতাকে। শুধু তা-ই নয় প্রাথমিকের মামলাতেও গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

তার পর থেকে জামিন চেয়ে তিনি কখনও নিম্ন আদালতে, আবার কখনও কলকাতা হাইকোর্টে, কখনও আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ

হয়েছেন। বেশ কয়েকটি মামলায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন পার্থ। তবে আরও অনেক মামলায় তিনি জড়িত থাকায় জেলমুক্তি এখনও হয়নি তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয় থেকে মঙ্গলবার রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করে আগুন ঝরালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কড়া বার্তা, 'চন্দ্রনাথ সিন্‌হাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়েছে। কেন? কারণ চাকরি বিক্রি হয়েছে, টাকা তোলা হয়েছে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের নামে কোটি কোটি টাকা হাতানো হয়েছে। এত টাকা কখনও ওঠেনি, আজ উঠেছে।'

তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে আক্রমণ করে বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর রাজনৈতিক দল আর পরিবার মিলে দুর্নীতির এক বিরাট র‍্যাকেট চালাচ্ছে। চার্জশিট মানে আদালতে বিচার, বিচার মানে দোষী সাব্যস্ত হওয়া, আর দোষী সাব্যস্ত মানে কমপক্ষে দু'বছরের জেল। এমনকি ছ'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। শেষমেশ শাস্তি এড়ানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবস্থানকে কুর্নিশ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মোদীজি ক্ষমতায় আসার সময় নেপাল-বাংলাদেশ কঠিন অবস্থায় ছিল। আজও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। তবে আমাদের দায়িত্ব বাইরের সন্ত্রাসবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লড়াই করা। প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে অটল।'

দুর্গাপুজো উদ্বোধন নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, 'অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও দিয়ে উদ্বোধন করানোর দাবি এসেছে। অসংখ্য নিমন্ত্রণপত্র আমরা পেয়েছি। দলীয় স্তরে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে তিনি বাংলার মানুষের প্রতি বার্তা দেন, 'তাঁর আদর্শকে কেন্দ্র করেই জাতীয়তাবাদী শক্তি শক্তিশালী হয়েছে। ৩ থেকে ৭৭-এ আমরা পৌঁছেছি। এবার ৭৭ থেকে ১৭৭-এ পৌঁছানোই লক্ষ্য। ১০ শতাংশ ভোট ৪০-এ গিয়েছে, এবার ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ হবে। বাংলার মানুষ চান শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমিতে পদ্ম ফোটাতে।' রাজ্যের তথাকথিত উন্নয়নকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মন্তব্য, 'গণতন্ত্র মানে ক্যামেরায় মুখ দেখানো নয়। রাস্তা বানাও, বাজার বানাও, সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করো। কিন্তু এখানে যারা রূপ বদলেছে, তারা আর আগের মতো নেই।'

জনতার জন্যই 'অনন্য' উডবার্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মঙ্গলবার যাত্রা শুরু করল আম আদমির কর্পোরেট হাসপাতাল এসএসকেএম- এর নতুন উডবার্ন ওয়ার্ড। যেখানে চিকিৎসা পরিষেবা এক সময় শুধুমাত্র ভিভিআইপিদের জন্য ছিল, মা-মাটি- মানুষের সরকারের হাত ধরে এবার তা চলে এলো সাধারণ মানুষের নাগালে। মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে নবনির্মিত 'উডবার্ন-২ অনন্য' ভবনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন এই ওয়ার্ডের আধুনিক পরিষেবা যে কোনও কর্পোরেট হাসপাতালের সঙ্গে পাল্লা দেবে, তবে খরচ হবে অনেক কম। এই বহুতলে থাকছে ১৩১টি কেবিন। কোন ধরনের কেবিনের কত ভাড়া তা-ও সোমবার ঘোষণা করেন মমতা। স্বাস্থ্য দপ্তর সিঙ্গল কেবিনের ভাড়া ৭ হাজার টাকা ধার্য করেছিল, মুখ্যমন্ত্রী নিজে তা কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করেছেন। স্যুটের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৮ হাজার টাকা। আইটিইউর ভাড়া ১৫ হাজার টাকা এবং এইচডিইউর খরচ ১২ হাজার টাকা রাখা হয়েছে।

মমতার দাবি, নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডে যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা ভাল ভাল বেসরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকেও টেক্কা দেবে। এদিনের কর্মসূচি থেকে মোট ১৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং তিনটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মমতা। যার বেশিরভাগই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। যার মধ্যে রয়েছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তৈরি হওয়া হাড়ের ব্যাঙ্কও। এ ছাড়াও খিলাফত কমিটির উদ্যোগে নির্মিত ভবন দূর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের নতুন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, যার নির্মাণ ব্যয় প্রায় ২৫.৭১ কোটি টাকা, এবং লি রোডে ২৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সাততলা ছাত্রাবাস। রেডিওলজি বিভাগে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন ও সম্পূর্ণ রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম, যেগুলির ব্যয় যথাক্রমে ৭.৬৪ কোটি এবং ৭.৫০ কোটি টাকা। এছাড়া নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটের অপারেশন থিয়েটার সংস্কার, স্বাস্থ্য ভবনের নতুন অ্যানেক্স, যার ব্যয় ১৬ কোটি টাকা এবং ৩২.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ড্রাগ কন্ট্রোল অধিদপ্তরের আধুনিক ভবনও এদিন চালু হয়।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা যাতে আধুনিক, দ্রুত ও সুলভ হয়, সেই লক্ষ্যেই এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নতুন পরিষেবাগুলি চালু হলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড়সড় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং সরকারি হাসপাতালের উপর মানুষের আস্থা আরও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের আট কোটির বেশি মানুষ স্বাস্থ্যসাথীতে পরিষেবা নিয়েছেন। দৈনিক সাত হাজার রোগী পরিষেবা গ্রহণ করেন স্বাস্থ্যসাথীতে।

এদিনের অনুষ্ঠানে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন, 'ব্রিকস নেটওয়ার্কে' স্থান পেয়েছে এসএসকেএম। শুনেই মঞ্চ থেকে তা উদযাপনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মমতা।

যাদবপুর: রিপোর্ট পেশের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপের মৃত্যু থেকে সাম্প্রতিক অনামিকার মৃত্যুর ঘটনায় বার বার উঠে এসেছে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। মঙ্গলবার রেজিস্ট্রার, সিকিউরিটি ইনচার্জকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন ডিসি এসএসডি।

পুলিশ সূত্রে দাবি, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ১২টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। যা সমস্ত দিক নজরে রাখার জন্য অত্যন্ত কম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৬৮টি ক্যামেরা বসানোর। পুলিশ মনে করছে এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়া দরকার। একইসঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। ভিতরে চারটি ঝিল বা জলাশয় আছে, সেগুলোর চারপাশে ফেনসিং করা দরকার। সব কিছু নিয়েই এদিন রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আলোচনা হয়।

ভিতরের নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও পুলিশের কাছে হাইকোর্ট রিপোর্ট চেয়েছে। সেই রিপোর্ট তৈরির আগে এই পরিদর্শন ডিসি এসএসডির। ক্যাম্পাস ছাড়াও হস্টেল গুলোতেও বসানো হবে সিসিটিভি। তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কোথায় কোথায় সিসিটিভি বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সেই জায়গাগুলো দেখানো হয় ডিসিকে। পুলিশের পক্ষ থেকে দেখা হয় ওই জায়গাগুলোতে সিসিটিভি বসানোর পর কতটা পরিসর কভার করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে পুলিশের তরফেও বেশ কিছু বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

যাদবপুরের ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তে নেমে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা মূলত খতিয়ে দেখছে বেশ কয়েকটি বিষয়। যার মধ্যে রয়েছে, প্রথমত, চার নম্বর গেটের সিসিটিভি ফুটেজ ও ইউজি আর্টস বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে লাগানো (যার মুখ আছে চার নম্বর গেটের দিকে) ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ এগজামিন করা হচ্ছে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা হবে তরুণীর গতিবিধি। তরুণীর ঢোকার আগে বাথরুমের দিকে কেউ গিয়েছিলেন কি না বা গেলেও কতক্ষণ তরুণী ঢোকার আগে বেরিয়ে এসেছিলেন কি না তাও।

দ্বিতীয়ত, যে তিনজন পড়ুয়া প্রথম দেখেন ওই তরুণী জলে পড়ে আছেন। এবং যিনি উদ্ধার করেছিলেন ও ঘটনাস্থলে যে সমস্ত পড়ুয়া এসেছিলেন ঘটনা জানার পর তাদের বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। তাঁদের বক্তব্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না দেখা হবে। তৃতীয়ত, তরুণীর মোবাইল ফোন ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সেই ফোনের কল ডিটেলস, চ্যাট হিস্ট্রি, ফটো গ্যালারি এক্সজামিন করা হবে। তাতে কোনও সন্দেহভাজন কিছু আছে কি না।

দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার সিভিল সার্ভিস অফিসার

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর: দুর্নীতির অভিযোগে অসম সিভিল সার্ভিস অফিসার নূপুর বোরাকে গ্রেপ্তার করলেন রাজ্য ভিজিল্যান্সের আধিকারিকেরা। গোলাঘাটের বাসিন্দা নূপুর ২০১৯ সালে রাজ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেন। বর্তমানে কামরূপ জেলার গোরোইমারিতে সার্কল অফিসার হিসাবে কর্মরত।

সোমবার নূপুরের গুয়াহাটির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যান রাজ্য ভিজিল্যান্সের আধিকারিকেরা। একই সঙ্গে আরও একটি দল বরপেটায় নূপুরের ভাড়াবাড়িতেও তল্লাশি চালায়। সেই তল্লাশি অভিযানের সময়

নূপুরের গুয়াহাটির বাড়ি থেকে নগদ ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়াও এক কোটির টাকার সোনার গয়নাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ভিজিল্যান্স সূত্রে খবর, আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠছিল নূপুরের বিরুদ্ধে। তাঁর গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, নূপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর থেকেই নজরদারি শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, যখন তিনি বরপেটা রেভিনিউ সার্কলে কর্মরত ছিলেন, সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে জমি হস্তান্তর এবং জমির চরিত্র বদল করার অভিযোগ ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই সার্কল অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হল।

এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে যায় গুয়াহাটি এবং বরপেটায়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত জানান, সংখ্যালঘু প্রভাবিত রেভিনিউ সার্কল এলাকায় বিপুল পরিমাণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ভিজিল্যান্সের বিশেষ দল নূপুরের সহযোগী লাত মণ্ডল সুরজিৎ ডেকার বাড়িতেও তল্লাশি চালায়। সুরজিৎ বরপেটায় রেভিনিউ সার্কল অফিসে কর্মরত। নূপুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেআইনি ভাবে জমি অধিগ্রহণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধেও।

২০ হাজার কোটির ক্ষতি

■ জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের ফলে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে নতুন ভবন উদ্বোধন করে তিনি জানান, এর মধ্যে স্বাস্থ্যবিমা থেকেই রাজ্যের ক্ষতি হবে ১০ হাজার কোটির বেশি। এই ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলেও তিনি দাবি করেন।

পুজোর আগে বেতন

■ পুজোর আগে সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের তরফে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন, পেনশন এবং আর্থিক সহায়তা অগ্রীম প্রদান করা হবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন, ভাতা, সম্মানী ও গ্রান্ট-ইন-এইড বেতন দেওয়া হবে আগামী ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর।

পুজোর মুখে সন্তোষপুর স্টেশনে দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে স্টেশন লাগোয়া দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ বজবজ-শিয়ালদহ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া বেশকিছু দোকানে আগুন লেগে যায়। আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ওই দোকানগুলি। স্থানীয়রাই প্রথম আগুন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি খবর দেয় রেল পুলিশ এবং দমকলে। আগুন নেভানোর কাজে দমকলের চারটি ইঞ্জিনকে ব্যবহার করা হয়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় দমকল কর্মীদের প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের জেরে সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়েছিল রেল পরিষেবাও। যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরে ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ এবং দমকলের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন এসডিপি ও সৈয়দ রেজাউল কবির-সহ মহেশতলা এবং রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ। তবে আগুন লাগার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। যদিও এর আগেও বেশ কয়েকবার এই একই ভাবেই স্টেশনের ওপরেই গজিয়ে ওঠা প্লাস্টিক ও দর্মা দিয়ে ঘেরা দোকানে আগুন লেগে গিয়েছিল। তখন সেই আগুন লেগেছিল চায়ের বা চপের দোকান থেকে কিংবা ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে। কিন্তু অতীতের সেই ঘটনা থেকে ব্যবসায়ীরা যে কোনওপ্রকার শিক্ষা নেয়নি তার জ্বলন্ত উদাহরণ মঙ্গলবারের এই ঘটনা।

প্রত্যেকবারই আগুন লেগে যাওয়ার পর ব্যবসায়ীরা নিজেরাই বেশ কিছু বিধিনিষেধ নিজেদের মধ্যে আরোপ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবে তা যে মানা হয় না তার প্রমাণ এদিনের মতন বারবার একইভাবেই একই জায়গায় আগুন লেগে যাওয়া। শিয়ালদহ দক্ষিণের বজবজ শাখার সন্তোষপুরই একমাত্র স্টেশন যেখানে স্টেশনের উপরে তো বটেই এমন কি আশেপাশেও ফল-সবজি, কাপড়-জুতো ছাড়াও বিভিন্ন ছোট বড় খাবারের দোকানও রয়েছে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গজিয়ে ওঠা এই দোকানগুলি কার বা কাদের মদতে বসে তার সদুত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও, ব্যবসায়ীদের নিজেদের সচেতনতার অভাবেই যে বারবার আগুন লাগে তা কিন্তু বলাই যায়।

আগুন লাগার জেরে আনুমানিক সকাল ৭ টা থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাহত হয় বজবজ-শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচল। অফিস টাইমে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় ট্রেন যাত্রীদের। তবে সকাল ১১টার পর থেকে ধীরে ধীরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। উৎসবের শুরুতেই আগুন লেগে যাওয়ায় বড়সড় ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

বেটিং অ্যাপে সমন যুবরাজ-উথাপ্পাকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে ইডি-র নজরে তারকারা। মঙ্গলবার ইডি-র তলবে দিল্লির সদর দপ্তরে হাজিরা দেন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। এদিনই ডাকা হয়েছিল অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকেও। সোমবারই অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। এদিন নির্দিষ্ট সময় মেনেই ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন অঙ্কুশ।

বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলোর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যুক্ত থাকার খবর সামনে এসেছে। বাংলার ক্ষেত্রে কেবল অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ও অঙ্কুশ হাজরাকে যুক্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। সারা দেশে অনেক তারকাকেই এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ান দুই বিখ্যাত ক্রিকেটারকেও তলব করা হয়েছিল। গত মাসেই তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। সূত্রের খবর, রায়নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, অ্যাপের মালিকরা কীভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, অর্থ প্রদানের পদ্ধতি কী ছিল, এবং কর সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল। শিখর ধাওয়ানকেও একই মামলায় দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, অবৈধ বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডির তালিকায় নাম উঠে এসেছে বলিউড অভিনেতা ও 'গরিবের মাসিহা' বলে তকমা

পাওয়া সোনু সুদের। ইডি সূত্রে এও জানা গিয়েছে, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের সদর দপ্তরে অভিনেতাকে হাজিরা দিতে হবে। তবে শুধু সোনু নন, এই তালিকায় রয়েছে যুবরাজ সিংয়ের নামও। বেটিং অ্যাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে তলব করেছে ইডি।

অন্যদিকে আর্থিক তছরুপের মামলায় ডেকে পাঠানো হয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী তারকা রবিন উথাপ্পাকে। আগামী সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারকে।

সূত্রের খবর, এই সংস্থার তরফ থেকে যাঁরা যাঁরা টাকা পেয়েছেন, কোন কোন অফিসার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, এই প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ২২/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৮৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Saroj Kumar Banerjee & Saroj Banerjee S/o. Late Tarapada Banerjee, R/o. Gopalnagar, Dabra, Pandua, Hooghly, Pin-712152 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Shreeja Banerjee.

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajkumar Sarkar S/o. Anil Sarkar ও Raj Kr Sarkar S/o. A Kr Sarkar সাং বৃন্দাবনপুর, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Guha S/o. Samir Guha ও Sanjoy Guha S/o. S. Guha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৩/১২/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৭৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Masiyar Ali Mondal S/o. Sekh Baharam Ali Mandal ও Sk M Ali Mondal S/o. B A Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?
আজ ১৭ ই সেপ্টেম্বর বুধ বার । ৩১ শেষ ভাদ্র। একাদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ , সকাল ৯/২৯ মিঃ পরে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজো । মা মনসা দেবী পুজো। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস আচার বশতঃ অরন্ধন। ধর্ম রাজ পুজো)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
গত ১২/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯০৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Talak Uddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Ambar Ali ও A Sek সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১১/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৯০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Haiderali Rahamatali S/o. Rahamatali Gafarali (old name), R/o. Bhitasin, Pandua, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shekh Haidar Ali S/o. Shekh Rahemat Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Haiderali Rahamatali S/o. Rahamatali Gafarali & Shekh Haidar Ali S/o. Shekh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১১/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৯১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Rahaman Muzibar S/o. Muzid Abdul (old name), R/o. Jagulia, Ektarpur, Balagarh, Hooghly-712123, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mujibar Rahaman S/o. Abdul Mujid (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rahaman Muzibar S/o. Muzid Abdul & Mujibar Rahaman S/o. Abdul Mujid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি বিকাশ মন্ডল পিতা- মৃত অজিত মন্ডল ৪/৯/২৫ কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে (ফাষ্টক্লাস) এফিডেভিট বলে বিকাশ মন্ডল ও বিকাশ কুমার মন্ডল একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। আমার পিতা- মৃত অজিত মন্ডল ও মৃত অজিত কুমার মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী
আমি বিকাশ মন্ডল পিতা- মৃত অজিত মন্ডল ৪/৯/২৫ কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে (ফাষ্টক্লাস) আমার দাদু মৃত গিরিন্দ্র নাথ মন্ডল ও মৃত গিরিন্দ্র মন্ডল একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

Name Change
I, MD NAYEEM, S/o. Late Sk. Sajahan, residing at Vill. Salarpur P.O. Gazna P.S. Balagarh Dist. Hooghly, Pin-712146 declare that my daughter's name has been recorded as MARIYA KHATUN in her birth certificate (Reg No. [illegible]) issued by Mogra-II Gram Panchayet. That I wants to incorporate SHAIKH before my daughter's name as SHAIKH MARIYA KHATUN for all future purpose. That SHAIKH MARIYA KHATUN and MARIYA KHATUN is same and one identical person vide an affidavit no. 8458 dt. 12.09.2025 sworn before Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah.

CHANGE OF NAME
I, **Rupsona Bibi, W/O Asraf Ali,** residing at Vill- Kanchra, P.o.Masundi, P.S. Ketugram, Dist. Purba Bardhaman,do hereby declare that in my Union Bank of India Pass Book being A/c No. 482902130000269 my name wrongly recorded as **"Rupali Khatun" W/o. Asrof Ali** in place of my actual name **"Rupsona Bibi" W/O Asraf Ali. "Rupsona Bibi" W/O Asraf Ali** and **"Rupali Khatun" W/o. Asrof Ali** is the same and one identical parson through Sub-Divisional Executive Magistrate Court Katwa, Purba Bardhaman dt. 29.08.2025.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **আস্কার আলি সেখ**, পিতা- ৺নস্কর সেখ, সাং ও পোঃ ঝিটকীপোতা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ২৩.১২.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-12699/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ১১৬ নং দক্ষিণ ঝিটকীপোতা মৌজায় LR ২৬০৯ নং ও ২৬১০ নং খতিয়ানে RS ৪২৬ ও LR ৪৬৭ নং দাগে মোট ০৫ শতক সম্পত্তি **(১) চন্দন দাস**, পিতা ৺চন্দ্রকান্ত দাস **(২) শুভেন্দু সাহা**, পিতা- ৺বিন্দুরঞ্জন সাহা দ্বয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত **চন্দন দাস ও শুভেন্দু সাহা** উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ১৪.১১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-11153/2024 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে **(১) স্বপন কুমার রায় ওরফে স্বপন রায়, (২) সুজন কুমার রায় ওরফে সুজন রায়,** উভয়ের পিতা ৺গুরুদাস চন্দ্র রায়, **(৩) পবিত্রা বল**, স্বামী- সমীর বল, **(৪) সুমন রায়, (৫) সীমা রায়,** উভয়ের পিতা ৺সুবোধ কুমার রায় এবং **(৬) নীলিমা রায়,** স্বামী ৺সুবোধ কুমার রায়-গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
ত্রিদিব প্রামানিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

নাম-পদবী
আমি শ্যামল হালদার, পিতা- মৃত ভোলানাথ হালদার, ঠিকানা- বাবলা উত্তর পাড়া, পোঃ- বাবলা গোবিন্দপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ ইং- ০৭-০৭-২০২৫ রানাঘাট নদীয়া এল.ডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেনীর) কোর্টের এফিডেভিটে (SI No. 80533/25) আমার নিজ নামীয় জমির দানপত্র দলিলে (নং ৩০২১/২০১৩ যাহা শান্তিপুর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ও [নং ৫৮৫১/২০১৬ ও ৫৮৫২/২০১৬ যাহা নদীয়া জেলা অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত] ভুলবশতঃ গ্রহিতা হিসাবে আমার নাম শ্যামল কুমার হালদার, পিতা- ভোলানাথ হালদার ও শান্তিপুর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১১৪৬/২০২২ নং দানপত্র দলিলে গ্রহিতা হিসাবে আমার নাম শ্যামল কুমার হালদার ওরফে শ্যামল হালদার, পিতা- মৃত ভোলানাথ হালদার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হইবে শ্যামল হালদার, পিতা- মৃত ভোলনাথ হালদার। আমি শ্যামল হালদার, পিতা- মৃত ভোলানাথ হালদার ও শ্যামল কুমার হালদার পিতা- মৃত ভোলানাথ ও শ্যামল কুমার হালদার ওরফে শ্যামল হালদার পিতা- মৃত ভোলানাথ হালদার ও শ্যামল কুমার হালদার পিতা- ভোলনাথ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রুম্পা প্রতিহার, স্বামী – বিদ্যুৎ কুমার প্রতিহার, সাং – বলরামডিহি, পোঃ ও থানা - ঝাড়গ্রাম,জেলা – ঝাড়গ্রাম তাঁহার দখলীয় জেলা - ঝাড়গ্রাম, থানা ও পৌরসভা - ঝাড়গ্রাম, মৌজা - জামদা, জে. এল. নং - ৩৭০, হাল খতিয়ান নং – ১৩২২, রিঃ ও হাল দাগ নং - ৮৯/৬৮১ মধ্যে ৫.৫০ ডেসিমেল ভূমি বিক্রয় করিবার জন্য গত ইং ১২/০৮/২০২৫ তারিখে ঝাড়গ্রাম এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৮৪/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী সঞ্জয় গরাই, পিতা - ৺আনন্দ গরাই, সাং – ঝরিয়া, পোঃ ও থানা ঝাড়গ্রাম, জেলা ঝাড়গ্রাম-এর বরাবর আমমোক্তার প্রদান করিয়াছি । উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বা উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/ অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন । অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে । তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না ।
(উত্তম বেজ) উকিলবাবু
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **রুমা শীট**,স্বামী সোমেশ শীট সাকিম উত্তর অরবিন্দনগর, বাঁকুড়া। গত ইংরাজী 04/08/2025 বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 3485/25, 3486/25 নং কোবালা দলিল মূলে **১) পূর্নিমা সিংহ,** স্বামী রবিলোচন সিংহ, সাকিম বাউরীডিহা, হীড়বাঁধ, বাঁকুড়া, **২) দিলীপ ঘোষ ৩) শ্রী সুনীল ঘোষ** উভয়ের পিতা স্বর্গীয় দুর্গাচরণ ঘোষ,উভয়ের সাকিম বিকনা, কেশিয়াকোল,বাঁকুড়া, **৪) শ্রী লক্ষীপদ ঘোষ**, পিতা স্বর্গীয় গুইরাম ঘোষ, পেশা চাষাদী, সাকিম বিকনা, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, **৫) গীতা পাল**, স্বামী রঞ্জিত পাল, সাকিম কুলবনা, নড়রা, বাঁকুড়া, **৬) মঞ্জুরানী ঘোষ**, স্বামী স্বপন ঘোষ, **৭) কল্পনা পাল**, স্বামী মঙ্গল পাল, উভয়ের সাকিম নদিয়াপুর, কাঞ্চনপুর, বাঁকুড়া, **৮) আল্পনা মন্ডল**, স্বামী অঙ্কু মন্ডল, সাকিম খয়েরবনি, কাঞ্চনপুর, বাঁকুড়া, **৯) উষা ঘোষ**, স্বামী সাধন ঘোষ, সাকিম ভালুকাপাহাড়ী, পিড়রাবনী, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া, ১০) অজিত রানা, পিতা মোহুর রানা, সাকিম বিকনা কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, । উক্ত ১ নং দাত্রী পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ২১২৩/২০২০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার ও উক্ত ২ নাগাদ ৫ নং দাতা ও দাত্রীগন বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ৩১৪/২০১৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার এবং উক্ত ৬ নাগাদ ৯ নং দাতা ও দাত্রীগন বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ২৩৫/১৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার ও উক্ত ১০ নং দাতার পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ৪১৬/১৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **শ্রী সোমনাথ কাপড়ী**, পিতা জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, বিকনা, মৌজায় (জে.এল-২৩৫) ৪৭৭,৭৩৮, ১৩৯৬ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৮৩৬, ৮৩৮, ৮১৯ নং দাগে ৫.৮০২ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছিন, উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।
Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

-বিজ্ঞপ্তি-
[illegible]
SANDIP DAS, Advocate,
District Judge's Court, Bankura

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অমর সরকার**, পিতা- ৺মনোরঞ্জন সরকার, সাং আসাননগর ত্রিপুরাপাড়া, পোঃ আসাননগর, থানা- সাবেক- কোতয়ালী, হাল- ভীমপুর, জেলা নদীয়া, গত ইংরাজী ০১.০৯.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-9186/2025 নং একখানি দানপত্র দলিলবলে নদীয়া জেলার হাল ভীমপুর থানার অন্তর্গত ১২৬নং আসাননগর মৌজায় LR 2241 নং খতিয়ানে, RS ২৭৩৮, ২৭৩৯ ও LR ৩৯৯৪, ৩৯৯৭ নং দাগে মোট ৪.৫০ শতক এবং ১৩৪ নং চাঁদপুর মৌজায় LR ১৫১ নং খতিয়ানে, RS ও LR. ৮৯৫ নং দাগে ০৮ শতক সম্পত্তি **শ্রীমত্যা প্রমিলা সরকার**, স্বামী- ৺মনোরঞ্জন সরকার, সাং আসাননগর ত্রিপুরাপাড়া, পোঃ আসাননগর, থানা হাল ভীমপুর, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত **প্রমিলা সরকার** উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ২১.০৮.২০২৫ তারিখের শ্রীরামপুর, হুগলী ADSR অফিসের I-5332/2025 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী গোপাল চন্দ্র সরকার**, পিতা-৺কৈলাশ চন্দ্র সরকার, সাং বাঙ্গীহাটি, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা হুগলীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
ত্রিদিব প্রামানিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
মহামান্য জেলা জজ বাহাদুর মহাশয়ের আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
রেফাঃ মিস কেস নং ১৬/২০২৩
দীপক কুমার মান্না ..... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শুভদীপ মান্না**, পিতা- দীপক কুমার মান্না, সাং- ১০৬/ই/২/সি /২ মহারাজা নন্দকুমার রোড, (দক্ষিণ) পোঃ ও থানা- বরানগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৩৬ (মানসিক অসুস্থ)-র নামীয় নিম্ন তপশীলে বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অনুমতি চাহিয়া অত্র দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে দাখিল করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমা লইয়া যদি কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দময় আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমা অত্র আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি
জেলা ও জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ.ডি.এস.আর অফিস ও থানা-চুঁচুড়া, হোল্ডিং নং-৭৮/৬৮/১/৮১, ওয়ার্ড নং ২৯, মহল্ল্যা চন্দননগর পশ্চিম, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত রায়ত স্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল নং-২১, আর এস খতিয়ান নং ১৫৮৪, হাল এল আর খতিয়ান নং ৩৬৭৪, আর এস দাগ নং ২০৪২, এল আর দাগ নং ৩৯৪১, শ্রেনী বাস্ত এরিয়া ০৩ কাঠা ০৫ ছটাক বা ০.০৪৬ একর কমবেশী। তদ্সহ ১৪৭০ বর্গফুট পাকা গৃহাদীসহ সকল প্রকার ইজমেন্ট স্বত্ত্বাদী ও রাস্তাসহ । **চৌহদ্দি :-** উত্তর :- তাপস সরকারের বাড়ি ও প্রগেসিভ ইউনিয়ন লাইব্রেরী। দক্ষিন :- দয়াল দাসের জমি ও গঙ্গানদীর পাড়। পূর্ব :- মহাদেব দাসের বাড়ি ও ব্যক্তিগত প্যাসেজ। পশ্চিম :- পদ্মা ঘোষের বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি।
দরখাস্তকারী তরফে নিযুক্তীয়
শিশির সাহা (উকিলবাবু)
আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী ।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শিবপুর এল.বি.এস.মার্গ, বাঁশবেড়িয়া, মগরা,হুগলী নিবাসী **১)শ্রীমত্যা ওমরাবতী দেবী রাই, ২) শ্রী শিউমনি রায়,** ১ এর স্বামী ও ২এর পিতা – শিউমনি রায় ওরফে শিউমনি রাই,**৩) শ্রীমত্যা চন্দ্রলেখা দেবী রায়, ৪) শ্রী অরুন কুমার রায়, ৫) আকাশ কুমার রাই,** ৩ এর স্বামী ও ৪ হইতে ৫ নং পিতা - মৃত প্রদীপ রাই মহাশয় ও মহাশয়াগণ (A.D.S.R. CHINSURAH)অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ৮৬/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী** , পিতা - অবনী চৌধুরী, সাকিম - শঙ্খনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা , হুগলী, পিন - ৭১২৫০২ , মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** – জেলা - হুগলী, থানা - মগরা , মৌজা – শঙ্খনগর , জে. এল. নং - ৩৮ , হাল এল.আর. ২৩৩ ,নং খতিয়ানভুক্ত , আর.এস. ও হাল এল.আর ৯২ নং দাগে শুনা জমির পরিমান ০.৩০৭ একর বা ৩০.৭ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে ইসলামপাড়া রেলওয়ে খাটাল নিবাসী **১) শ্রী নন্দ কিশোর রাম** , পিতা – মদন রায় **২) শ্রীমতী রাধা দেবী**,স্বামী - নন্দ কিশোর রাম মহাশয় ও মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.৩০৭ একর বা ৩০.৭ শতক একর সম্পত্তি মধ্যে ০.০৩৬ একর বা ৩.৬ শতক সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন ও আমার মক্কেল (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ৩৭৭০/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা নন্দ কিশোর রাম ও রাধা দেবী তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য **বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, বাঁশবেড়িয়া মহাকালিতলা লেন নিবাসী **১)শ্রী দীনবন্ধু মারিক**, বাঁশবেড়িয়া বসু লেন নিবাসী **২) শ্রী শ্যামসুন্দর মারিক** , ৩৪নং সঞ্জীব চ্যাটার্জ্জী রোড নিবাসী **৩) শ্রীমতী দুর্গারানী ধারা শর্ম্মা** , স্বামী – শশাঙ্ক শেখর ধারা শর্ম্মা ও বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী রোড নিবাসী **৪) শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ** , স্বামী – তপন কুমার ঘোষ, বাঁশবেড়িয়া রুদ্র লেন নিবাসী **৫) শ্রীমতী কৃষ্ণা দাস** , স্বামী – বৈদ্যনাথ দাস , ১ হইতে ৫ নং পিতা - মৃত ইন্দুভূষন মারিক মহাশয় ও মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৮/২০২৫ তারিখে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ১১২০১/২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ,** পিতা - তারাপদ ঘোষ , সাকিম - বাঁশবেড়িয়া নবীন পল্লী,বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, পিন - ৭১২৫০২, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল:-** জেলা- হুগলী, থানা- মগরা, মৌজা – বাঁশবেড়িয়া , জে. এল. নং - ৫৩ , হাল এল.আর. ১৩৬৫ ,নং খতিয়ানভুক্ত , আর.এস. - ৩৫০ নং ও হাল এল.আর ৫২২ নং দাগে বাস্ত জমির পরিমান ০.০৪২ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে বাঁশবেড়িয়া রুদ্র লেন নিবাসী **শ্রীমতী জয়িতা মারিক**, স্বামী - কুশ কুমার মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.০৪২ একর সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন ও আমার মক্কেল (A.D.S.R. CHINSURAH)অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ১১৩০০/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **জয়িতা মারিক** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE
Notice Is Hereby Given To The Public At Large That, My Client Smt. Sujaya Mullick, Wife Of Sri Saibal Mullick , Owners Of Holding No. 161, Netaji Subhash Road, Comprising In L.R. Dag Nos. 210, Corresponding Khatian No. – 112 & 348, J.L. No.-1, Sheet No. -57, Under Mouza And P.S. Bantra, H.M.C. Ward No.24, Howrah (Measuring About 15 Chittacks 00 Sft. More or less), By The strength Of one Power Of Attorney Before D.S.R., I At Howrah, Being Nos. 00888, For The Year 2010.

Any Person Or Persons Having Any Right, Title Or Interest By Way Of Inheritance Or Claim Against The Aforementioned Properties And Shares, Should Send Their Claims In Writing To The Undersigned Or B.L.L.R.O. Within 7 Days Along With Documentary Evidence In Support Within 7 Days Of Publication Of The Said Notice, For the mutation case no. MN/2025/0515/2791, Failing Which Claims If Any Shall Be Deemed To Have Been Waived.

Raj Meyur, Advocate,
Judges' Court Howrah
17, B.L. ROY ROAD, Howrah-711101

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

শিল্পহীন হাওড়ায় বিশ্বকর্মা পুজো, প্রতিমার জায়গায় ঘট
রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: হুগলি নদীর তীরে একদা 'এশিয়ার শেফিল্ড' নামে খ্যাত হাওড়া আজ কার্যত শিল্পহীন। ছোট-বড় অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দাপটে যেখানে একসময় বিশ্বকর্মা পুজো হত ধুমধাম করে, সেখানেই এখন মন্দার ছায়া। করোনা, লকডাউন, সস্তায় যন্ত্রাংশ সরবরাহে বহুজাতিক সংস্থার আগ্রাসন এবং সরকারি নীতিগত উদাসীনতায় হাওড়ার কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে প্রতিমার বদলে ঘটেই পুজো সারছেন বহু মালিক।

প্রতিমাশিল্পীদের বক্তব্য, আগের তুলনায় অর্ডার একেবারেই নগণ্য। আগে যেখানে ১০০,১৫০ প্রতিমা তৈরি হত, এখন হাতে গোনা ১০-১২টি। তাও আকারে ছোট। কাঁচামালের দাম বাড়লেও প্রতিমার দাম তোলার ক্ষমতা নেই। শ্রমিকের অভাব, বরাতের টানাপোড়েন আর আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে না-পারায় শিল্পাঞ্চল আজ দিশাহারা।

ব্যবসায়ী সুশান্ত সিংহ জানালেন, 'আগে বহু শ্রমিক কাজ করতেন, এখন একাই সামলাই। তাই এবারে ঘটপুজো।' প্রতিমাশিল্পী হেমন্ত পালও আক্ষেপ করে বলেন, 'লাভের হার প্রায় নেই বললেই চলে।' শিল্পপতি সন্দীপ ঘোষের মতে, এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২৫ বছরে হাওড়া মৃত শিল্পনগরীতে পরিণত হবে।

এককালে আলোয় ঝলমল করা হাওড়ার শিল্পাঞ্চল আজ স্তব্ধ। তবু শ্রমিক, শিল্পী ও কারিগররা আশায় আছেন, একদিন কারিগরি দেবতা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদে ফের ঘুরে দাঁড়াবে তাঁদের প্রিয় নগরী।

তৃণমূল বিদায় না নিলে বাংলার মানুষকে খুব ভুগতে হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি করের ছায়া এবার পাঁশকুড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালের মধ্যেই 'ওয়ার্ড গার্ল'কে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি সংস্থার ফেসিলিটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। যদিও পাঁশকুড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত শেখ জাহির আব্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে মঙ্গলবার মুখ খুলেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, '২০২৬ সালে তৃণমূল সরকার বিদায় না-নিলে বাংলার মানুষকে খুব ভুগতে হবে।'

তাঁর দাবি, পাঁশকুড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ধর্ষণ-কাণ্ডে অভিযুক্ত শেখ জাহির আব্বাস দুধেল গাই। মমতা ব্যানার্জির এরা ভাই-ভাইপোর মধ্যে পড়ে। বাংলায় দুধেল গাইদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। বিজেপি নেতার আরও দাবি, বাংলায় আশ্রয় নেওয়া জিহাদি, রোহিঙ্গারা মমতা ব্যানার্জির ভোটব্যাঙ্ক। এদের বিরুদ্ধে কিছুই বলা যাবে না।

রাজ্যের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল নিয়ে তাঁর বক্তব্য, হাসপাতালগুলোতে স্থায়ী চাকরি তো নেই, সবই ঠিকাকর্মী। পাঁশকুড়া হাসপাতালে কাজের বরাত যে ঠিকাদারি সংস্থা পেয়েছে, তারা নিশ্চয়ই মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ। তাঁর কটাক্ষ, ধর্ষণ, লুঠ, জমি দখল, খুন- এসব তৃণমূলের অধিকারের মধ্যে পড়ে। একজন ঘরের মেয়ে পেটের দায়ে হাসপাতালে চাকরি করতে গেছেন, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার কাউকে কাজের বরাত দিচ্ছে। তার মানে পুরো প্যাকেজ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই প্যাকেজে তোলাবাজি থেকে ধর্ষণ, খুন সবই থাকে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি নাটক ভালো করতে পারেন। কিন্তু বাংলার মানুষ যদি এই নাটক দেখে বিভ্রান্ত হন, তাহলে কিছুই করার নেই।

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমাটি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে অবৈধভাবে প্রদর্শন করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত হয় উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে অবস্থিত স্টার থিয়েটার সিনেমা হলের সামনে। এই প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন উত্তর কলকাতা জেলার সম্পাদিকা পূর্ণিমা চক্রবর্তী। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা ভোলাপ্রসাদ সোনকর, যশবন্ত সিংহ, বিশ্বজিৎ সাহা, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য নেতা দীপু বৈঠা-সহ শতাধিক কর্মী ও সাধারণ জনগণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন কালচারাল ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এবং ক্যারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল, ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওপিডি ক্লিনিকস এআত্মহত্যা প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচার গণমাধ্যম, সেতু না বাধা?' শীর্ষক একদিনের জাতীয় সেমিনার আয়োজন করার জন্য অংশীদার হয়। বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ মাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শীর্ষ স্থানীয় চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমর্থকরা মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ গঠনে গণমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং শিল্পকলার শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত হন।

সচেতনতা অভিযান
নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে ব্লু লাইনে ট্র্যাক অনুপ্রবেশ ও মানসিক স্বাস্থ্যের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। অনধিকার প্রবেশ যাত্রীদের জন্য প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এবং ট্রেন পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়। অক্টোবর মাসজুড়ে এনজিওর উদ্যোগে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন-সহ বিভিন্ন স্টেশনে ভিডিও, পোস্টার ও অডিও বার্তা প্রদর্শন করা হচ্ছে। লক্ষ্যমাত্রা হল- লাখ লাখ যাত্রীকে সতর্ক করা, মানসিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং কলকাতায় সহায়তা সেবা সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছে দেওয়া। মেট্রো কর্তৃপক্ষের সামাজিক দায়বদ্ধতা এই উদ্যোগে ফুটে উঠেছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার

কলকাতার সনাতনীদের নিরাপত্তা নেই, পুলিশের উদাসীনতায় সরব অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির প্রথমসারির নেতা অর্জুন সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র অভিযোগ তুলেছেন কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। তিনি জানান, 'আজ আমি একবালপুর থানার অন্তর্গত ভূকৈলাস রোডে গিয়ে ধনরাজ প্রসাদ ওরফে রামের বিধবা স্ত্রী পূজার সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁর পরিবারকে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। তাঁর স্বামীকে আমজাদ ও তার সঙ্গীরা শুধুমাত্র এই কারণে খুন করেছে যে তিনি নিজের বাড়ির সামনে মদ্যপানের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু কলকাতা পুলিশ এখনও পর্যন্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

অর্জুন সিং আরও বলেছেন, 'পুলিশের উদাসীনতার কারণে পরিবারটি আতঙ্কিত। মেয়র ও স্থানীয় বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম বাড়িতে এসে সরকারি চাকরি ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি আশা করি, এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। কারণ, ২০১৯ সালের ভাটপাড়া অশান্তিতে নিহতদের পরিবারকেও চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা এখনও পূরণ হয়নি।'

তিনি যোগ করেছেন, 'রামের বিধবা পত্নীকে শাসক দলের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ঘিরে রেখেছিলেন, চোখে ভয়ের ছাপ

স্পষ্ট ছিল। উপস্থিতদের মধ্যে একজনকে এনআইএ ধর্মান্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল।' অর্জুন সিং সতর্ক করে বলেছেন, 'এখন সময় এসেছে, কলকাতা-সহ রাজ্যের সব সনাতনী একত্রিত হোক। না হলে এই জিহাদি মানসিকতার প্রভাবের কারণে সনাতনীদের বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে সরে যেতে হবে।'

তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, 'কলকাতা পুলিশের একসময় গৌরবোজ্জ্বল অতীত ছিল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হত। কিন্তু এখন তারা শাসক দলের নির্দেশ মেনে সেই গৌরব হারিয়েছে। এটাই কলকাতার আইনশৃঙ্খলার করুণ চিত্র। প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে নৃশংস অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।'

গুলশন কলোনিতে রোহিঙ্গা বসতি, বিস্ফোরক অভিযোগে সরব শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'তৃণমূল আর পুলিশ এখন সমার্থক, পুলিশ-প্রশাসন সবেরই রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। কিন্তু গুলশন কলোনির অবস্থা কী? এটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যাঁরা ভোটের জন্য গুলশন কলোনি তৈরি করেছেন, তাঁরা বুঝতেই পারছেন না পুলিশ কী ভাবে দায়িত্ব পালন করবে। যে রোজ ফেসবুকে পুলিশকে রীতিমতো চমকাচ্ছে, তাকে কেন পুলিশ ধরবে? সে তো দলীয় কর্মসূচি পালন করেছে, তার উপর তৃণমূলের কোনও নেতার আশীর্বাদ আছে। তাকে ধরার অধিকার পুলিশের নেই।'

শমীক আরও বলেন, 'গুলশন কলোনিতে রোহিঙ্গারা বসতি গড়েছে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি মসজিদও গড়ে উঠেছে। সেখানে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গুলশন কলোনির স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মিনি ফিরোজ নামের গুলশন কলোনির প্রধান সদস্য ফেসবুকে একটি ভিডিও বানিয়ে বলেছেন, পুলিশ তাঁকে মারলে তিনি চুপ থাকবেন না। অথচ জল সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমতো চলছে। পুলিশ উদাসীন।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'আবদুল রাহিম বকসি, মালদার প্রভাবশালী নেতা, বারবার বিজেপির সিনিয়র নেতাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারকেও মির্জা আক্রমণ করছেন। বিজেপি প্রতিটি আক্রমণের প্রতিক্রিয়া দিতে পারছে না, তবে মানুষ সব কিছু দেখছে এবং মূল্যায়ন করছে।'

রাজ্যের পেনশন এবং বেতন প্রকল্পকেও কেন্দ্র করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার তার সমস্ত কর্মীদের জন্য বেতন ২৬ তারিখে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এতেও যদি কেউ রাজনীতি খোঁজে, সে খুঁজুক। এটা পুরো এনডিএ সরকারের পরিকল্পনা।' তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মোদীর নেতৃত্বে করোনা মহামারির সময় ১০০টিরও বেশি দেশে সাহায্য পৌঁছেছে। ৬০টিরও বেশি সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প শুরু হয়েছে। তিনি ভারতবাসীর জন্য ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষা দিয়েছেন। মোদী কোনো ব্যক্তি নন, তিনি একটি ধারণা, একটি প্রতীক। ভারতবর্ষ তাঁকে সমর্থন করবে।'

শিক্ষা, শিল্প ও স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতাকেও আক্রমণ করে শমীক বলেন, 'সিঙ্গুর একমাত্র শিল্পক্ষেত্র নয়, আমাদের এখানে বহু শিল্প রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য সরকার জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ কিছু মন্ত্রীর দায়বোধহীনতার কারণে জনগণ ক্ষুব্ধ।' পরিশেষে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, 'জনগণ এখন চায়, পরিস্থিতি বদলাতে হলে শক্তিশালী নেতৃত্ব দরকার। মানুষ আর দায়িত্বহীন নেতাদের চাইছে না। জনগণ এখন 'অর্জুন'-এর দিকে তাকিয়ে আছে। যারা ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের আর সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।'

আনন্দপুরে অভিজাত আবাসন থেকে পড়ে মৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের এক অভিজাত আবাসনের ১৯ তলা থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার*ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চার নম্বর টাওয়ারের নীচে মেলে রক্তাক্ত দেহ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সঞ্চিতা আগরওয়াল (৪৪)। অনেক উচ্চতা থেকে পড়ায়*মাথা ফেটে গিয়েছিল। উরুতেও গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দেহ শনাক্ত করেন তাঁর দুই সন্তান, সুহানা ও ভূমি আগরওয়াল।

আবাসনের ১৯ তলার বারান্দা থেকে একটি বসার টুল পেয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে এই ঘটনা আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের ফ্ল্যাটের আবাসিকরা জানিয়েছেন, সঞ্চিতাদেবী এমনিতেই খুব শান্ত

দু'বছরে ১৪ অভিযুক্তের মধ্যে ধৃত দুই, বাকিদের খোঁজার দায়িত্ব সিআইডিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের নভেম্বরে খুন হন জয়নগরের তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর। তাঁকে খুনে দলুয়াখাকির এক যুবকের বাইকের ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতা খুনের পর দলুয়াখাকির সিপিএম সমর্থকদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ, দলুয়াখাকি গ্রামের প্রায় ২৮টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। অভিযোগ, কার্যত পুরুষশূন্য করে দেওয়া হয় গ্রাম। সিপিএমের অভিযোগ, তাদের সমর্থকদের বাড়ির সমস্ত জিনিস লুঠও করা হয়।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৪ অভিযুক্তের মধ্যে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দলুয়াখাকির সেই হিংসার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

মঙ্গলবার হিংসার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, 'সরকার বদলালেও, পুলিশ একই থাকে। তাদের নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়।'*২ বছর পরও ১৪ জন অভিযুক্তর মধ্যে মাত্র ২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। বাকি ১২ অভিযুক্তকে খোঁজার দায়িত্ব সিআইডি-কে দিল হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। এদিন সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, অভিযুক্তদের ধরার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রং দেখলে হবে না। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন সরকারি আইনজীবী আবেদন করেন, '৪৫ দিন সময় দিন, সবাইকে খুঁজে আনব।' এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, 'এই ভোকাল টনিক তদন্তকারী অফিসারকে দিন।'*তারপরই বিচারপতি বলেন, 'সোনারপুর, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর থানার ভূমিকায় আমি খুবই বিরক্ত।' আগামী নভেম্বর মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিশ্বকর্মা পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমের জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টিতে তাপমাত্রা সামান্য কমলেও, জলীয় বাষ্পের কারণে বৃষ্টি না-হলেই অস্বস্তি বাড়বে বলেই আশঙ্কা আবহাওয়াবিদদের। কারণ, পূর্ব বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে। উত্তরপূর্ব বাংলাদেশ এবং মধ্য অসম সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে আরও দু'-দু'টি ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে সাগর থেকে। বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত সমস্যা।

তবে উত্তরবঙ্গে বুধবার অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অতিবৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হুঁশিয়ারি রয়েছে উপরের পাঁচ জেলা ও উত্তর দিনাজপুরে।

সাড়ে চার লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের চুরির ঘটনা বাঁশদ্রোণী থানার অন্তর্গত জয়শ্রী পার্ক এলাকায়। চুরি গিয়েছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকার সোনার গয়না। একইসঙ্গে নগদ সাড়ে ৫ হাজার টাকাও চুরি গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের খাতায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। বাঁশদ্রোণী এখন চোরেদের স্বর্গরাজ্য বললে অত্যুক্তি বোধ হয় হবে না। দেড় মাস আগেই চুরির ঘটনা ঘটেছিল প্রায় পাশাপাশি দুটো বাড়িতে। বাড়ি থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার এখনও কিনারা হয়নি। তার মধ্যেই আবার এই ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জয়শ্রী পার্ক এলাকায় একটি তিনতলা আবাসনে সস্ত্রীক থাকেন শুভজিৎ পাল। মঙ্গলবার সকালে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওই দম্পতির আড়াই বছরের ছেলেকে দেখাশোনা করার জন্য একজন আয়া রয়েছেন। প্রতিদিন ছেলেকে সেই আয়া স্কুল থেকে আনতে যান। এদিন বেলা পৌনে একটা নাগাদ ওই আয়া শুভজিৎ পালের সন্তানকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে দেখেন কোলাপসিবল গেট ভাঙা। ভিতরের দরজারও তালা ভাঙা। আয়াই শুভজিৎবাবুকে খবর দেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

একের পর এক ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিবেশীদের দাবি, সম্প্রতি 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিতে গিয়ে এলাকার মানুষজন পাড়ার মোড়ে সিসিটিভি বসানোর জন্য বলেছেন।

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে সিইও দপ্তরে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন অভিযান (এসআইআর) শুরু হওয়ার আগে জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সিইও দফতর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। তাতে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম-ইলেকশন), নির্বাচন নিবন্ধক আধিকারিক (ইআরও) এবং সহকারী নির্বাচন নিবন্ধক আধিকারিকেরা (এইআরও) উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণে মূলত বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন অভিযানকে ঘিরে কর্মপদ্ধতি, ফর্ম জমা নেওয়া থেকে শুরু করে নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন ও বাতিল- এই সব বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত তথ্য সঠিক ভাবে খতিয়ে দেখা

এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে আপলোড করার ওপরও জোর দেওয়া হয়।

সিইও দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, এবারের সংশোধন অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং নতুন ভোটারদের সঠিক তথ্য নথিভুক্ত করার দিকে। উদ্দেশ্য একটাই- ভোটার তালিকা একশো শতাংশ নির্ভুল ও স্বচ্ছ রাখা। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কথায়, 'ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম যাতে না থাকে এবং প্রতিটি যোগ্য নাগরিক যাতে তালিকাভুক্ত হতে পারেন, সেই দায়িত্বই আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

হাওড়া মেট্রো স্টেশনে অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে খুনের ঘটনার পর এবার আলোচনায় হাওড়া মেট্রো স্টেশন। সোমবার সকালে সেখানে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হল এক সরকারি কর্মচারীর। অভিযোগ, আপৎকালীন চিকিৎসা না-পেয়েই প্রাণ হারালেন তিনি। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ পাকড়াশি (৫১), পেশায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, তিনি হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে দেখেন সহকর্মী বিশ্বজিৎবাবু প্ল্যাটফর্ম চত্বরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে ভিড় জমেছে। সঞ্জয়বাবু তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে মেট্রো কর্মীরা বিশ্বজিৎবাবুকে একটি কক্ষে নিয়ে যান। কিন্তু অভিযোগ, সেখানে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না। অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকলেও মাস্ক মেলেনি। প্রায় ৪৫ মিনিট এভাবেই টানাপোড়েনের মধ্যে সময় কেটে যায় বলে দাবি তাঁর। অবশেষে মেট্রো কর্মীরা নিরাপত্তারক্ষীর সহায়তায় একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎ পাকড়াশিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় মেট্রো কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসা পেলে ওই সহকর্মীর প্রাণ বাঁচানো যেত। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, সকাল প্রায় সাড়ে ৯টার সময় ওই ঘটনা ঘটে। ৯টা ৪৮ মিনিটে মেট্রো কর্মীরাই গাড়ির ব্যবস্থা করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান বিশ্বজিৎবাবুকে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যে পরিষেবা দেওয়া উচিত ছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়েছে। ৪৫ মিনিট সময় নষ্ট হওয়ার যে অভিযোগ উঠছে, তা ভিত্তিহীন।

নিম্নচাপের জেরে রান্নাপুজোয় ভরসা মায়ানমারের ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঙালির রান্নাপুজো মানেই ইলিশ। সেই রুপোলি শস্য ছাড়া এই উৎসব যেন অপূর্ণ। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। টানা নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল, মৎস্যজীবীদের ট্রলার বারবার খালি হাতেই ফিরে আসছে। ফলে বাজারে দেশি ইলিশ কার্যত অদৃশ্য। ব্যবসায়ীদের কথায়, সোমবারের পর পদ্মার ইলিশ ঢুকবে রাজ্যের বাজারে, কিন্তু তার আগে রান্নাপুজোর জোগান সামলাতে একমাত্র ভরসা মায়ানমারের ইলিশ।

বাংলাদেশ থেকে ইলিশের অপেক্ষা

বাংলাদেশের পদ্মা থেকে প্রতিবছরই প্রচুর ইলিশ আসে পশ্চিমবঙ্গে। সেই সরবরাহ বাজারকে খানিকটা হলেও স্বস্তি দেয়।

কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত সীমান্ত পেরিয়ে ইলিশ আসেনি। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সোমবারের পরেই বাংলাদেশি ইলিশ ঢুকবে রাজ্যের বাজারে। তাই আপাতত মায়ানমারের ইলিশেই ক্রেতাদের ভরসা রাখতে হচ্ছে।

দাম আকাশছোঁয়া, মধ্যবিত্তের হাঁসফাঁস

দেশি ইলিশ কম থাকায় বাজারে দামের আগুন। ৩০০-৪০০ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪০০-৬০০ টাকায়, মাঝারি মাপের মাছ ৮০০ থেকে ১,২০০ টাকা কেজি। এক কেজি ওজনের বড় ইলিশ কিনতে গুনতে হচ্ছে ২,০০০ থেকে ২,৪০০ টাকা পর্যন্ত। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের পক্ষে এই দামে মাছ কেনা কার্যত অসম্ভব। তাঁদের অনেকেই পোনা, ভোলা বা পমফ্রেটের মতো মাছের দিকে ঝুঁকছেন।

মৎস্যজীবীদের হতাশা

সুন্দরবন ও ডায়মন্ড হারবারের মৎস্যজীবীরা বলছেন, 'একটি ট্রলার সমুদ্রে নামাতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়। কিন্তু সমুদ্র উত্তাল থাকায় প্রায়ই মাছ না-পেয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। এতে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়ছি আমরা।' তাঁদের দাবি, মরশুমের শুরুতে বড় আকারের ইলিশ মিললেও, টানা খারাপ আবহাওয়ার কারণে এখন কার্যত মাছের দেখা মিলছে না।

বাজারে মায়ানমারের ইলিশ

হিমঘর ও আড়তে এখন মজুত রয়েছে মায়ানমারের ইলিশ। কিন্তু সেই মাছের দামও চড়া। প্রতি কেজি ১,২০০ থেকে ১,৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফলে রান্নাপুজোর সময়ে সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ইলিশ। ব্যবসায়ীদের কথায়, 'চাহিদা প্রচুর, কিন্তু সরবরাহ একেবারেই কম। পদ্মার ইলিশ আসার পর হয়তো দাম কিছুটা কমবে।'

উৎসবের আগে দিশাহারা বাজার

পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি, ট্রলার খরচের চাপ, উপরন্তু নিম্নচাপের কারণে সমুদ্রযাত্রায় বাধা- সব মিলিয়ে চাপে মৎস্যজীবী থেকে খুচরো ব্যবসায়ী পর্যন্ত। আর সাধারণ ক্রেতাদের কাছে রান্নাপুজোর ইলিশ মানেই এবার হয় মায়ানমার থেকে আসা মাছ, নয়তো অন্য মাছের উপর ভরসা।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স জুলফা ক্যাসু প্রসেসিং প্রা. লি.** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/ শাখার নাম	সম্পত্তিসমূহ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স জুলফা ক্যাসু প্রসেসিং প্রা লি.** গ্রাম এবং পো : তেঙ্গুনিয়া, থানা : কাঁথি, জেলা : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৪০১। **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা(গণ) :** **ক) শ্রীমতি রোশনারা ফেরদুশ,** গ্রাম এবং পো : ধানদিঘি, থানা : কাঁথি, জেলা : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৪০১। **খ) শ্রীমতি হাসিনা খাতুন,** গ্রাম এবং পো : তেঙ্গুনিয়া, থানা : কাঁথি, জেলা : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৪০১। **শাখার নাম :** এজিআরআই কমার্শিয়াল শাখা। **লোন এ/সি নং :** **ক্যাশ ক্রেডিট : ৪১৪৯৯৮৭৬২১২** **এবং** **টার্ম লোন : ৪১৩৪২৬০২১২৭**	**তপশিল সি** **অংশ -১** **(অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়বদ্ধ সম্পত্তি, চালু সম্পদ, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং সমুদয় চালু সম্পদ এভং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত কোম্পানির(তপশিল বি) অনুযায়ী। **অংশ -২** **(সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২২ ডেসিমেল (৩৩ ডেসিমেল থেকে) তৎসহ ফ্যাক্টরি জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন সার্ভে নং জেএল নং ২৭২, তৌজি নং ২৯৩৫,এলআর খতিয়ান নং ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৬৭৯, ১৬৮০, জমির অংশ ২২ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : তেঙ্গুনিয়া, থানা : কাঁথি, কাঁথি ১ নং ব্লক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, স্বত্ব দলিল নং ৬৯১৯/২২, স্বত্বাধিকারী রোশনারা ফেরদুশ এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১ এবং **লিজ দলিল নং ৭৯৬৫/২২** স্বত্বাধিকারী **জুলফা ক্যাসু প্রসেসিং প্রা লি.** এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : শেখ জামাল উদ্দিনের সম্পত্তি; দক্ষিণে : সাধারণ সড়ক; পূর্বে : সম্পত্তি প্লট নং ১৩৯৫; পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	০৬.০৮.২০২৫	০৮.০৯.২০২৪	**১,৬৫,৮৭,৭২৯.৪১ টাকা** (এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ সাতাশি হাজার সাতশ উনত্রিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) **০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণে সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত নোটিশ তারিখ ১৫.০২.২০২৪ এবং ১৮.০৯.২০২৪ এবং ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ২২.১১.২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশ প্রত্যাহার করা হল।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়েরম মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫, স্থান - কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা** (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **৩১.০৭.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স রোশনি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রী জহরুল হক,** পিতা প্রয়াত ওয়াজেব আলি, হোল্ডিং ২৩, জায়গির ঘাট রোড, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১০৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **১. মেসার্স রশ্মি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী জহরুল হক** পিতা প্রয়াত ওয়াজেব আলি, হোল্ডিং নং ২৩, জায়গির ঘাট রোড, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০১০৪। **২. শ্রী জহরুল হক (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** **স্বত্বাধিকারী- মেসার্স রশ্মি এন্টারপ্রাইজ,** পিতা প্রয়াত ওয়াজেব আলি, হোল্ডিং নং ২৩, জায়গির ঘাট রোড,ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৪। **খ) খিদিরপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ২৫৯৮ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা : জোকা, জেএল নং ২১, আরএস নং ৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৭ এবং ১২৩, অংশ দাগ নং ১৭১, থানা : ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ; দক্ষিণে : দাগ নং ১৭১; পূর্বে : চলার পথ; পশ্চিমে : চলার পথ।	**২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা** (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **৩১.০৭.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ (বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত)	ক) **৩৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা) খ) **৩,৫০,০০০.০০ টাকা** (তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB6237020093** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮১০০০ ০২০২১

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.১০.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ** যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১২.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সম্পাদকীয়

আরজি করের পর মুখ পোড়াল পাঁশকুড়া হাসপাতাল, শেষ কোথায়?

ফের সরকারি হাসপাতালের মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগ এ রাজ্যে। দুই ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থল রাজ্যের একটি সরকারি হাসপাতাল। প্রথমে কলকাতার আরজি কর। এবার পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। কলকাতায় শিকার চিকিৎসক। পাঁশকুড়ায় ওয়ার্ড গার্ল। প্রথম ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সিভিক ভল্যান্টিয়ার। এখানে হাসপাতালের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী। কার্যত সেই একই ছবি। অ্যাকশন রিপ্লে। আরজি করের ঘা এখনও দগদগে। তার মধ্যে ফের উত্তাল রাজ্য। মুখ লুকাতে ব্যস্ত প্রশাসন। আরজি করের বেলায় অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায়, প্রশ্ন হল কোথায় সে সব? তাহলে সবটাই কি লোকদেখানো? আইওয়াশ? বাস্তবটা হল রোগ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছে। পাঁশকুড়ার ঘটনা সামনে আসতেই তাই মুখ খুলেছেন আরজি করের প্রতিবাদী মুখ অনিকেত মাহাতোর মত চিকিৎসক-পড়ুয়ারা। তিনি বলছেন, আমরা তো আগেই দাবি জানিয়েছিলাম হাসপাতালে নিরাপত্তা চাই স্বাস্থ্যকর্মীদের। তাই মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। রাজ্য সরকারকেও সক্রিয় পদক্ষেপ করতে হবে। অভিযোগ, কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই যুবতীকে একাধিকবার হাসপাতালের মধ্যেই ধর্ষণ করে ঠিকাদার নিযুক্ত ওই নিরাপত্তাকর্মী। ঘটনা প্রকাশ্যে না আনার জন্যও হুমকি দেওয়া হয়। অভিযোগ, তার দাপটে নাকি হাসপাতালে টেঁকা দায়। তাকে চটালে অস্থায়ী কর্মীদের চাকরি যখন তখন নট হয়ে যায়। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের হাত মাথায় না থাকলে এটা সম্ভব নয়। পাঁশকুড়া হাসপাতালে ঠিকাদার সংস্থার অধীনে ওয়ার্ড গার্ল হিসেবে কর্মরত তরুণীর অভিযোগ, হাসপাতালে কর্মরত ওই কোম্পানির ফেসিলিটি ম্যানেজার হাসপাতালের ভিতরেই একাধিকবার ধর্ষণ করে তাঁকে। পাঁশকুড়া থানায় ওই তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কোলাঘাট থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পাঁশকুড়া থানা। এবার প্রশাসন বলবে, ধরা পড়েছে অভিযুক্ত।কাউকে ছাড়া হবে না। তদন্ত হবে। সেই এক গান, কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

শব্দবাণ-৩৯১

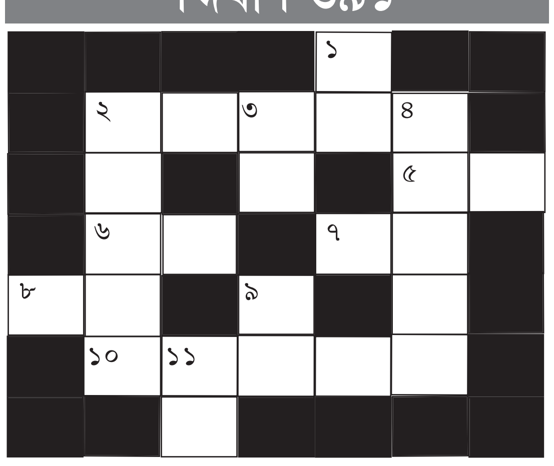

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নিশ্চয়তা ৫. — বসেছে শুক্রবারে ৬. যুক্তি, বিচার ৭. কীলক, খোঁটা ৮. পুলিশের আক্রমণ বা তাড়া ১০. একশো বা তার কাছাকাছি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিরামিষ খাবার ২. বাড়িঘর ইত্যাদি খোঁজ বা অনুসন্ধান ৩. লোহার লাঠি, লৌহদণ্ড ৪. মহাজনসম্বন্ধীয় ৯. বন্ধু,সুহৃৎ ১১.অঞ্চল।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯০

পাশাপাশি: ১. আকাশ ৩. দিদিমা ৫. ছাউনি ৬. গিরিশ ৭. উদ্ভট ৯. কোশ্চেন ১১. তিলেক ১২. ললাম।

উপর-নীচ: ১. আবছা ২. শকুনি ৩. দিল্লাগি ৪. মালিশ ৭. উন্নতি ৮. টনক ৯. কোচল ১০. নরম।

জন্মদিন

আজকের দিন

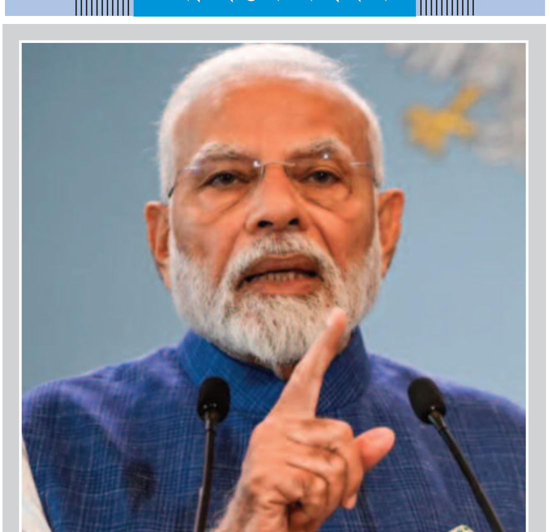

নরেন্দ্র মোদী

১৮৬৭ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৫০ *ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্মদিন।*

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আর আকাশে পেটকাটি চাঁদিয়াল

প্রদীপ মারিক

প্রতিবছর ভাদ্র মাসের ৩১ তারিখে পালিত হয় বিশ্বকর্মা পুজো। এর কারণ হল হিন্দু উৎসবের মধ্যে এটিই একমাত্র যা পালন করা হয় সূর্যের ওপর ভিত্তি করা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। আর অন্যান্য পুজোগুলি পালন করা হয় চন্দ্রের ওপর ভিত্তি করা ক্যালেন্ডারের ওপর। বিশ্বকর্মা পুজো এমন সময় পালিত হয় যেদিন সূর্য সিংহ রাশির ঘর ছেড়ে কন্যা রাশিতে পা রাখে। তাই দিনটিকে কন্যা সংক্রান্তি দিবস বলা হয়ে থাকে। পুরাণ মতে, বিশ্বকর্মা হলেন দেবলোকের কারিগর। যাকে বলা যায় দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার অথবা প্রকৌশলী। ব্রহ্মার আদেশে দেব বিশ্বকর্মা এই ধরাধামকে নিজ হাতে তৈরী করেন। কৃষ্ণের বাসস্থান দ্বারকা নগরী সাজিয়ে তোলার জন্য দেবশিল্পীর অবদান রয়েছে। ঋগবেদ অনুসারে, বিশ্বকর্মা হলেন যন্ত্রবিজ্ঞান বিদ্যা অথবা স্থাপত্য বিদ্যার জনক। বিশ্বকর্মা দেবতাদের জন্য উড়ন্ত রথও তৈরি করেছিলেন। তা স্মরণ করতেই পুজোর দিন ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন শুরু হয়। শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, বিল্ডার, কারিগরদের কাছে বিশ্বকর্মা পূজোর দিনটি বিশেষ শুভ । যেসব জায়গাতেই যন্ত্র-কারিগরির কাজ হয় সেখানেই বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে থাকে। শিল্পী ও নির্মাতাদের দেবতা বিশ্বকর্মা। ব্রহ্মাপুত্র বিশ্বকর্মাই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নকশা তৈরি করেন। ঈশ্বরের প্রাসাদের নির্মাতাও বিশ্বকর্মা। মহাভারত অনুযায়ী বিশ্বকর্মা হলের শিল্পকলার দেবতা, সকল দেবতার প্রাসাদ, সকল প্রকার অলঙ্কারের নির্মাতা। এই বিশ্ব তারই কর্ম বলে তিনি বিশ্বকর্মা। বেদে যিনি মূলত বিশ্বস্রষ্টা, পুরানে তাকে বলা হয় দেবশিল্পী। তিনি ক্ষ্মকর্তা শিল্প সহস্রাণামক্ষ্ম অর্থাৎ তিনি সহস্র শিল্পের অধিকর্তা। তিনি ক্ষ্মদেবানাং কার্য্যসাধকঃক্ষ্ম অর্থাৎ দেবতাদের শিল্পের কার্য্য সাধক। কোন পুরান মতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার জন্ম অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের ঔরসে দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনীর গর্ভে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরান মতে প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিদেশ থেকে বিশ্বকর্মার উৎপত্তি বলে লেখা আছে। বেদে এই বিশ্বকর্মাকে অজাত পুরুষ বা সনাতন পুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে এই বিশ্বকর্মাকে অজাত পুরুষ বা সনাতন পুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বকর্মা নানান শিল্প রচনা করেন। কুবেরের মহল, স্বর্গের দেবসভা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা পুরী, জগন্নাথের বিগ্রহ, রাবনের স্বর্ণলঙ্কা, ভগবান শিবের ধনুক, ত্রিশূল- সবই তার সৃষ্টি। এছাড়া মার্কণ্ড পুরানে দেখতে পাই ইনি দেবীকে অভেদ্য কবচ, পরশু ও নানান অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। বিশ্বকর্মার হাতে দাঁড়িপাল্লা থাকে। দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লা জ্ঞান ও কর্মের প্রতীক। উভয়ের সমতা বজায় রেখেছেন তিনি। এছাড়া তিনি হাতুরী ধারন করেন। যা শিল্পের সাথে জড়িত। তিনি যে শিল্পের দেবতা। হিন্দু পুরাণ জুড়ে রয়েছে বিশ্বকর্মার বিভিন্ন শিল্প ভাবনা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগ ধরে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বকর্মার অমর কীর্তি। সত্যযুগে বিশ্বকর্মা তৈরি করেছিলেন স্বর্গলোক। এই প্রাসাদ থেকেই দেবরাজ ইন্দ্রের মর্ত্যলোক শাসন করতেন। ত্রেতা যুগে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেন সোনার লঙ্কা। দ্বাপর যুগে সৃষ্টি করেন দ্বারকা। কলিযুগে বিশ্বকর্মার অমর সৃষ্টি হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ। দেব বিশ্বকর্মা ক্রোধী নন, বদমেজাজিও নন। তিনি কার্তিক ঠাকুরের মতো ঘরের

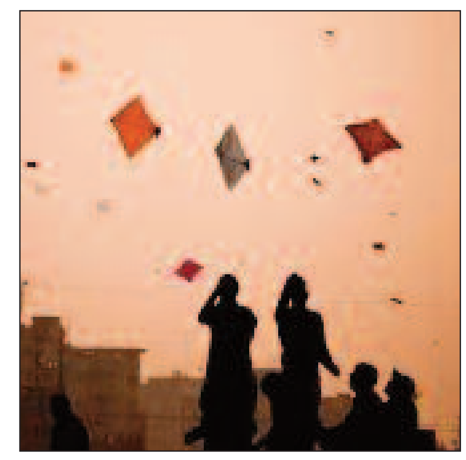

ছেলে। দেব বিশ্বকর্মা আপামর হিন্দুদের কাছে নিজের ঘরের দেবতা হিসাবে পূজিত হন। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসটা তুমূল বর্ষাকাল। এই সময় কোন নির্মাণ কার্য করা যায় না। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সমস্ত মানুষ নির্মাণ শিল্পে মেতে ওঠেন। বৃষ্টি-বাদলের ও উৎপাতও থাকে না, তাই নির্মাণশিল্পী গুরু বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে নির্মাণ শিল্পে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। হস্তীকে দেবশিল্পীর বাহন বলা হয় । বিশ্বকর্মার মন্ত্রে দেবশিল্পীকে 'মহাবীর' বলা হয় । হস্তীর মহাবলের কথা সর্বজন সুবিদিত। এই দিকে থেকে হস্তী বাহন হিসাবে যথা উপযুক্ত । এছাড়া হস্তী হল কর্ম-কর্মের ফলে শিল্পের বিকাশ । আর বিশ্বকর্মা হলেন শিল্পের দেবতা। তাই কর্মঠ হস্তী তার বাহন । দেব বিশ্বকর্মা দেবতাদের জন্য আকাশ রথ তৈরি করলেন যার ফলে দেবতারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যেতে পারলেন সহজে। সেই রথ কে পাথেয় করে মার্তবাসীরা দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঘুড়ি ওড়ানোর সূচনা করলেন। বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোটা সমার্থক। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই আকাশজোড়া ঘুড়ির আলপনা। অসংখ্য ঘুড়ির ভেলায় যেন স্বপ্ন ভাসে। বহু কৈশোর তার তার যৌবনের মাঞ্জায় লেগে আছে ঘুড়ি ওড়ানোর স্মৃতি। যে ছেলেটা কোনওদিন সকাল দেখেনি, সেও বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে সূর্য ওঠার আগেই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাদে উঠে যায়। বিভিন্ন বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে আসে 'ভো কাট্টা' চিৎকার। সমস্বরে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে কাঁসর-ঘণ্টা। ঘুড়ি ওড়ানোকে কেন্দ্র করে চলে অলিখিত এক প্রতিযোগিতা। তার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে চলে প্রস্তুতি। সুতো কেনা, কাচ গুঁড়ো করা, মাঞ্জা তৈরি করা কিংবা সুতো শুকানো। সেই উৎসাহকে ঘিরে মাঝেমাঝেই বাড়িতে অশান্তি কিংবা মারধর বাঁধা ছিল ছেলেদের। এই ঘুড়ি ওড়ানোর চল বেশি ছিল উত্তর কলকাতায়। ঘুড়ি কাটা বা সুতোর মাঞ্জা নিয়ে তখন আড্ডা চলত পাড়ার মোড়ে মোড়ে। কথিত আছে, রাজ আমলে বর্ধমান রাজবাড়িতেও ঘুড়ি ওড়ানোর চল ছিল। রাজা মহতাবচাঁদ নাকি নিজেই ঘুড়ি ওড়াতেন। বর্ধমানের রাজারা এসেছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে। সেখানে ঘুড়ি উৎসব বেশ জনপ্রিয়। বর্ধমানের রাজাদের হাত ধরেই বর্ধমানে ঘুড়ি উৎসবের চল বলে মনে করা হয়। তখনকার দিনের বেশ কিছু অর্থবান ব্যক্তি নিজের অর্থ-প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য ঘুড়ির সঙ্গে টাকা বেঁধে আকাশে ওড়াতেন। এমনও শোনা যায় অনেক রাজা জমিদার নাকি, টাকা জুড়ে আস্ত ঘুড়ি বানিয়ে আকাশে ওড়াতেও কার্পণ্য বোধ করতেন না। দেবতারা অপূর্ব কারুকার্যময় রথে করে আকাশপথে উড়ে যেতেন তা বিশ্বকর্মাই প্রস্তুত করতেন। এছাড়াও দেবতাদের হাতে থাকা অস্ত্রগুলিও তারই সৃষ্টি। বলা চলে বিশ্বকর্মা এই উড়ন্ত রথকে স্মরণ করতেই, তার পুজোর দিন ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন শুরু হয়। শরৎ মানেই আকাশে বাতাসে খুশির হাওয়া। স্বচ্ছ নীল আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘের ভেলার ছোটাছুটি, নদীর ধারে কিংবা গ্রামের কোন প্রান্তে হালকা হাওয়ায় দোল খাওয়া শুভ্র কাশফুলের স্নিগ্ধতা। দোলনচাঁপা, বেল, শিউলি, শাপলা ফুলের অবারিত সৌন্দর্য নিয়ে আসে শরৎ। শরতের ভোরের কুয়াশা আমাদের মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে। সকাল বেলা কুয়াশা পড়া শুরু হয়। সেই সঙ্গে কুয়াশার ওপরে যখন সকালের সোনালি সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন শিশির বিন্দু মুক্তার দানার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এই সাদা মেঘের ভেলায় যখন ঘুড়ি ওড়ে তখন এর রূপই অন্য মাত্রা নিয়ে নেয়। পেটকটি, চাঁদিতাল মুখপুরী হাঙ্গর মুখো ঘুড়ি গুলো উড়ে চলে মেঘেদের কোলে, আর তার সঙ্গে একত্রিত শিশুমন চিৎকার করে ওঠে ভো-কাট্টা, ভো হারা, পেটকাটি দুয়ো, চাঁদিয়াল দুয়ো। আর ঘুড়ি কেটে যাওয়ার পর ঘুড়ি লোঠার যে আনন্দ তা মনে হয় অন্য কিছু আনন্দ দিতে পারে না। হাতে কঞ্চির লাঠি, গাছের ডাল নিয়ে কাটা ঘুড়িটির দিকে তাকিয়ে দে দৌড়। ঘুড়িটি মাটিতে নামবার আগেই লুঠ হয়ে যায় নিপুণ দক্ষতায়। ঘুড়ি লুটেই কলকা সমেত পিঠে নেওয়া। যেন মনে হয় আজ আমি কত বড় বীর। জীবনে ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ করার জন্য বাবা কাকারা লাটাই ভেঙে দিতেন। সুতো ছিঁড়ে দিতেন। তারপরেও তাদের ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হয়নি। বাবা কাকারা লাটাই ভেঙে দিলেও পরদিন আবার লাটাই ঘুড়ি কিনে এনে তারাও ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গী হতেন। সঙ্গে বলতেন, একদিন কিন্তু ঘুড়ি ওড়াবি আর কিন্তু নয়। পুজোর পরই বার্ষিক পরীক্ষা। রেজাল্ট ভালো না হলে কান ছিঁড়ে নেব। সে হবে, আজ তো ঘুড়ি ওরাই। এক গাল হেসেই ছাদে ঘুড়ি নিয়ে উঠে যাওয়া। পাশের ছাদের প্রিয় বন্ধু কালুও যেন ঘুড়ির লড়াইয়ের চির শত্রু। মনে হচ্ছে আকাশে আকাশে ঘুড়ি নয় ডার্বি ফুটবলের মত টানটান উত্তেজনা। পেটকাটি দুয়ো, চাঁদিয়াল দুয়ো। বাবা বলে উঠলো আরে এটা টেনে খেলার মাঞ্জা ঘুড়িটা নীচে দিয়ে বাগিয়ে টান। বলার সঙ্গে সঙ্গে সুমন তাই করল। ভো-হারা, ভো-কাট্টা বলে চিৎকার করে উঠলো সুমন, বাবা, কাকারা একসাথে। দেব বিষকর্মার আকাশ রথের সঙ্গী আজ রঙ বেরঙের ঘুড়ি।

চিত্রশিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রমথ নাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে ১৯১২ সালের শরৎচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'বছর তিনেক আগে যখন heart disease এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil painting শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil painting সংগ্রহ হইয়াছিল-তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জাম গুলি বাঁচিয়াছে'। সতীশ চন্দ্র দাস তার 'শরৎ প্রতিভা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'অনেকেই জানেন না শরৎচন্দ্র চিত্রবিদ্যা জানতেন কিনা। তিনি বার্মাতে বা-থিনের কাছে চিত্রবিদ্যা শিখিয়া নিজ হাতের এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন না দেখিয়া প্রত্যয় করা অসম্ভব। তাঁর ঘরে অধিকাংশই জলছবি শোভা পেত। নানা প্রকার রঙের টিন ও নানাবিধ তুলি শরৎদার ঘরে সাজানো থাকতো।' তিনি আরো লিখেছেন 'একদিন শরৎচন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া বা- থিনের বাড়িতে যাইয়া খাওয়া দাওয়া ও গল্পগুজব করিয়াছিলেন'।

'ছবি' গল্পটি শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত গল্প। যেটা তিনি রেঙ্গুনে বসে লিখেছিলেন। ওই গল্পের নায়কের নাম ছিল বা-থিন, তিনি ছিলেন একজন বর্মী তরুণ চিত্রশিল্পী। সে মা-শোয়েকে ভালোবাসিত এবং জাতকের গোপাকে আঁকতে গিয়ে সে তন্ময় হয়ে মা- শোয়ের চিত্র এঁকে ফেলত। তবে গল্পের নায়ক বা- থিনের সাথে সতীশ চন্দ্রের উল্লেখিত শরৎচন্দ্রের শিল্পী বন্ধু বা- থিনের জীবন একই ছিল কিনা বলা শক্ত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন এবং রেঙ্গুনে থাকাকালীন তিনি ছবি আঁকতেন নিয়মিত। যোগেন্দ্র নাথ সরকার এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন ক্ষ্মএবার ঘরের ভিতরটায় ঢুকিতে চোখে পরিল একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ-কোথাও কোথাও রংয়ের পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝিতে বাকি রইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ শিক্ষার গুরুকে শরৎদা? এর গুরু আমি-বলিয়া বাম হাতে তর্জনী দিয়া নিজের কপালটি দেখায়াই একটুখানি হাসিলেন।' যোগেন্দ্র নাথ সরকার আরো উল্লেখ করেছেন 'তবে একথা সত্য যে তাহার যতটুকু চিত্রকলা বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহাতে তাঁহাকে চিত্ররসজ্ঞ বলিলে ভুল হইবার কোনই কারণ ছিল না। এই চিত্রবিদ্যার প্রসঙ্গে আমাকে সময় সময় অদ্ভুত রকমের সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিতেন'আচ্ছা বলতো সরকার, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় পেন্টার কে? উত্তর দিলাম রাফেল বড় পেন্টার। না হলো না। রাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে, তিতিয়ান সবচেয়ে বড় পেন্টার।'

চিত্রকলা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক জ্ঞান ছিল। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি খুবই প্রাসঙ্গিক সেখানে তিনি উল্লেখ করছেন 'এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের আমার ভয়ানক রাগ আছে। অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি। কিন্তু কোনদিন করিনি। Art painting আমিও নিজে করি। Oil painting আমিও বুঝি, ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বই পড়িনি-কিন্তু যমুনা ছোট কাগজ ওতে সুবিধা হবে না।' শরৎচন্দ্রের ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল বেশি মানুষের মূর্তি আকার দিকে। নারদ মুনির ছবি তিনি খুব ভালো আঁকতেন। যোগেন্দ্র নাথ সরকার লিখেছেন 'আমি তো দেখিয়া অবাক। সত্য সত্যই যে সেই বুড়োর ছবি। গ্রাম্য পুকুরের পাড়ে এলোমেলো গাছপালা, তারই মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা রাস্তা। তারই পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া একটি বৃদ্ধ যে একবার ওই নারদ মুনিকে দেখিয়াছে সে কদাপি এমন কথা বলিবে না যে এ আর কারও ছবি। বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর নৈরাশ্যের কেমন গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে। সেটাই দেখবার বিষয়।' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত চিত্রিত ছবি ছিল 'রাবণ মন্দোদরী'। যোগেন্দ্রনাথ সরকার এই ছবিটি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন 'এখানে দেখা গেল সেই সব অস্পষ্টতা, দোষ রহিত অথচ অতিরিক্ত আলোক সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু যাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া ছিল যে তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মতো নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্পেক্টিভ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড এর আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণ কেন যে নিতান্ত কম ছিল তাহাও বলিতে চাহিনা। মোটের উপর একসঙ্গে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্য চিত্র মিলাইয়া যাহা হয় ঠিক তাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।'

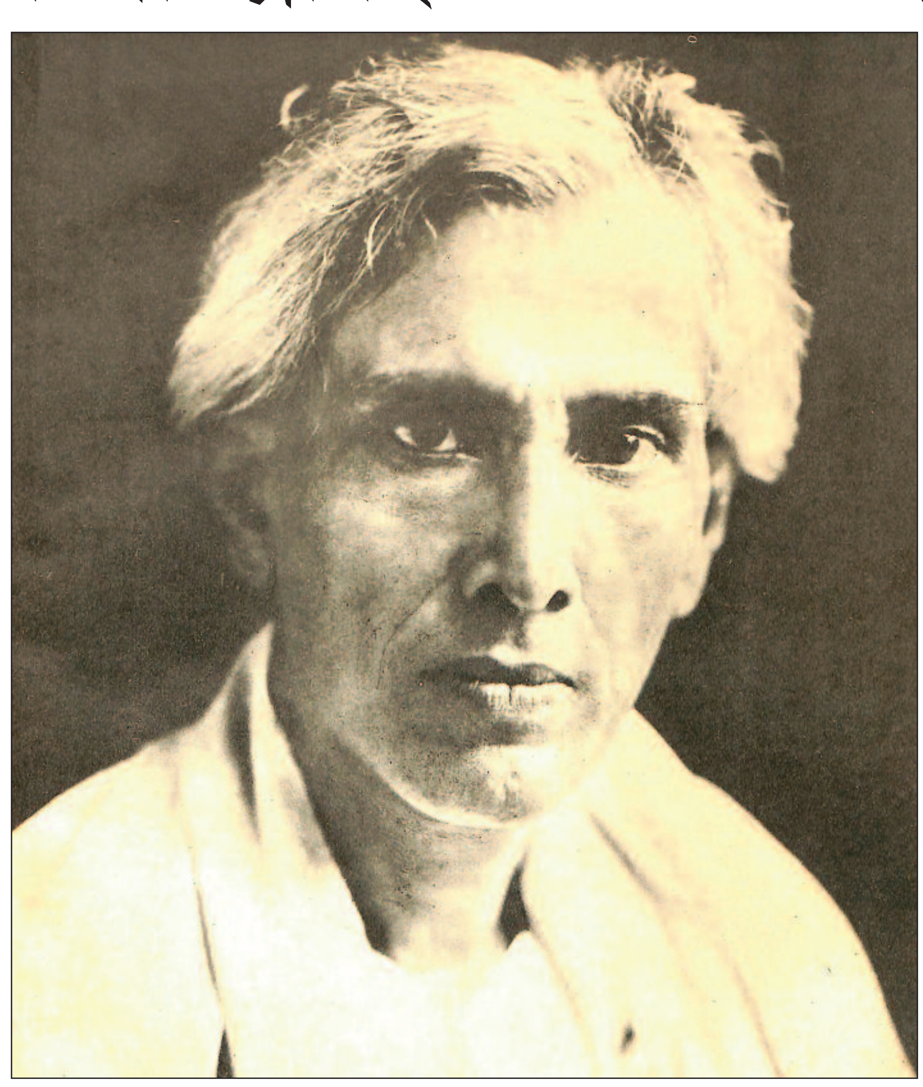

শরৎচন্দ্র সবসময় তিনি একজন চিত্রকর সেটা গোপন রাখতে চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য জীবনের শেষের দিকে চিত্রকলায় মন দিয়েছিলেন উল্টো দিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়ে চিত্র কলায় মনোনিবেশ করেছিলেন। উপন্যাস ছোটগল্প ইত্যাদি সাহিত্য রচনা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর তিনি চিত্র সাধনা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। আমরা শরৎচন্দ্রকে পেলাম সাহিত্যিক হিসেবে কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসেবে সেই ভাবে দেখতে পেলাম না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি হিসেবে ১৫ই সেপ্টেম্বর ও বাংলা সাল হিসেবে ৩১ ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর সাহিত্য কীর্তিকে ঘিরে ভারতীয় উপমহাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ টার বেশি চলচ্চিত্র বিভিন্ন ভাষায় তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল 'দেবদাস' সেটি বাংলা, হিন্দি, তেলেগু ভাষায় আটবার তৈরি হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় তাঁর শক্তিশালী মানবিক চরিত্রায়ন, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ,সহজ সাবলীল ভাষা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই বছর অর্থাৎ ২০২৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম সার্ধশতবর্ষ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইংরেজবাজার থানার আইসি'কে ক্লোজ

পরপর নানান অপরাধমূলক ঘটনাই দায়ী?

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হঠাৎ করে ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষকে ক্লোজ করা হল। মঙ্গলবার মালদা রেঞ্জের আইজিপি এবং পুলিশ সুপারের কাছে মেল বার্তা দিয়ে রাজ্য পুলিশের এডিজি'র পক্ষ থেকেই আইসিকে ক্লোজ করার নির্দেশ জানানো হয়। পাশাপাশি সঞ্জয়বাবুকে শীঘ্রই লালবাজারে এসে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

এদিকে দুর্গা পুজোর মুখে ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষকে ক্লোজ করার ঘটনাই চরম গুঞ্জন শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইংরেজবাজার থানার আইসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন সঞ্জয় ঘোষ। চলতি বছর ইংরেজবাজারে একের পর এক খুন, সংঘর্ষ, নানান ধরনের অপরাধমূলক ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজারের তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার প্রকাশ্যে খুন হন জানুয়ারি মাসে। এরপর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরিকে ফোন করে লক্ষাধিক টাকা চেয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই ঘটনায় দু'জন গ্রেপ্তার হয়। পরবর্তীতে জুলাই মাসে লক্ষ্মীপুরে নৃশংসভাবে খুন হন এক তৃণমূল নেতা। সম্প্রতি তৃণমূল কর্মীর ওপর হামলা হয়। এছাড়াও আরজি করের চিকিৎসক পড়ুয়া ছাত্রীর গত সপ্তাহের শুক্রবার মালদায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। সেক্ষেত্রে মৃতের পরিবারের অভিযোগ নিতেও নাকি গড়িমশি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ইংরেজবাজার থানার আইসিকে সরানোর পিছনে এরকম নানা ঘটনার কারণ জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিশ্বকর্মা-বিহীন হুগলির গঙ্গাপাড়ের শিল্পাঞ্চল

বনস্পতি দে

হুগলি: উত্তরপাড়া হিন্দমোটর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত হুগলির গঙ্গা পাড়ের শিল্পাঞ্চলে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিগত কয়েক বছরের মতো এবছরেও বিশ্বকর্মাহীন হুগলির শিল্পাঞ্চল। প্রতিববছরই বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা আশা করে থাকেন এই বুঝি বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই আশীর্বাদ আর মেলে না। এ যেন শিল্পাঞ্চল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। একসময় এই গঙ্গা পাড়ের কলকারখানাগুলিতে ধুমধাম করে হতো বিশ্বকর্মা পুজো। এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা ছিল হিন্দমোটরে। সেখানে একসময় ১৪ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। কিন্তু আজ তা অতীত। নেই বিশ্বকর্মা পুজো, শুধুই শ্রমিকদের হাহাকার।

রিষড়ায় অনেক দু-একটি কারখানা চললেও শ্রীরামপুরে প্রায় সবেরই ঝাঁপ বন্ধ। রিষড়া, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর, ত্রিবেনীতে বেশকিছু কারখানা প্রায়ই বন্ধ থাকে। আবার কখনো কখনো চালু হয়। তাই অনিশ্চয়তায় হাজার হাজার মেহনতী মানুষের জীবন। একসময় বিখ্যাত ব্যাণ্ডেল শাহাবগঞ্জের ডানলপ কারখানা বিশাল বড় ছিল। কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। এখন সেই কারখানাও উঠে গিয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো আগে বিসন্ন মুখে স্মৃতিচারণ করলেন বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা। তাঁরা ক্ষোভের সুরে জানান, 'আমাদের কথা কোনও সরকারই ভাবেনি। না ভেবেছে বাম ফ্রন্ট সরকার, না ভেবেছে বর্তমান তৃণমূল সরকার। আমরা এখন বলতে গেলে বেকার। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষে পরিণত হয়েছি। সংসার কোনও রকমে চলে। কোনও কোনও দিন অন্নও জোটে না। বিশ্বকর্মা পুজো আসলে মন খারাপ হয়।' হিন্দমোটর কারখানার বেশ কিছু শ্রমিকেরা বলেন, 'আগে কারখানার বিভাগে বিভাগে বিশ্বকর্মা পুজো হতো। আলোকসজ্জা ছিল প্রচুর। সবাইকে পুজোর ভোগ দেওয়া হতো। আর এখন সব ফাঁকা, শুনশান কারখানায় জঙ্গলে ভরা। কবে বিশ্বকর্মা আশীর্বাদ করবেন, মুখ ফিরে তাকাবেন সেই আশায় আছি।' দিল্লি রোড ও দুর্গাপুর রোডের ধারে কিছু কল কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে অবশ্য বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে।

পুজোর আগে জেলায় সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মাননা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই পুজো আর সেই পুজোর আগে অভিনব উদ্যোগ ডিজিটাল ইন্ডিয়ান গোল্ডেন ইন্ডিয়া সংবাদপত্রের। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এছাড়াও এই সংবাদপত্রের পুজো সংখ্যা উদ্বোধন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সি.আই.সি সন্তোষ সিং, ডানকুনির চেয়ারম্যান হাসিনা সাবনাম, কোন্নগরের ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস-সহ শ্রীরামপুরের চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা। সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয় ভারতীয় দলের পাওয়ার লিফটার শম্পা গুহকে। এছাড়াও সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয় জেলার মানুষের সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরার জন্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক সমিত সিনহাকে এবং হেমন্ত যেকবকে সম্মানিত করা হয়। এই বিভাগে শান্তি রক্ষার জন্যে সম্মানিত করা হয় শেখ আব্দুল আজিমকে। এছাড়াও ভারতীয় থিয়েটার চর্চাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মণীষ মিত্রকেও সম্মানিত করা হয়। বেস্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর সম্মানে সম্মানিত করা হয় পূজা, স্বর্ণজিত ও সুজয়, প্রিয়ঙ্কাকে। লেখনীর মাধ্যমে যুব সমাজে আঁচ ফেলার জন্যে সুবীর মুখার্জীকে সাহিত্য সম্মানে সম্মানিত করা হয়। জেলার মানুষের অসুবিধা তুলে ধরার জন্যে সম্মানিত করা হয় সাংবাদিক মুরলী চৌধুরী, রঞ্জন বসু, সোমনাথ বোটব্যাল, শুভঙ্কর মুখার্জী, মার্জান সিদ্দিকী, কাজী জিয়াউল হক-সহ একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিককে।

ভাদু গান বিলুপ্তির পথে, পথে নামল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসব ও ভাদু গান গাওয়া হয়। অথচ বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এই প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ বাঁও জলে। এরা ভাদু উৎসবের নামই শোনেনি। অথচ একটা সময় গ্রামগঞ্জে এই ভাদু উৎসব খুব জনপ্রিয় ছিল। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ভাদু উৎসব ও ভাদু গান নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাদু গান শোনানোরও ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই গান শুনে, ভাদু প্রতিমা দর্শন করে পরিতৃপ্ত হয়।

একটা সময় ছিল যখন সারা ভাদ্র মাস ধরে বাংলার প্রতি পল্লীতে ভাদু গানে মুখরিত হয়ে থাকতো। ভাদু পূজায় অন্যান্য পূজার মতো ব্রাহ্মণ লাগে না। সাধারণত মেয়েরা এই ভাদুগান করে থাকেন। ভাদু মূলত একটি দক্ষিণ ভারতীয় উৎসব। তাই ঐতিহ্যবাহী এই ধরনের ভাদু গান গাওয়ার মাধ্যমে উদযাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়খণ্ডের রাচি ও হাজারিবাগ অঞ্চলে এটি একটি জনপ্রিয় উৎসব। ভাদু গান মূলত নারী জীবনের এক আবেগঘন ইতিহাস যা লোককথা এবং বাস্তবতার এক মিশ্র রূপ ধারণ করে। সাধারণত গৃহ নারীদের জীবনের কাহিনী এই গানগুলির মূল উপজীব্য। ভাদ্র সংক্রান্তির পূর্ব রাতে ভাদুর জাগরণ পালিত হয় এবং ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে ভাদু মূর্তির বিসর্জন দেওয়া হয়। ভাদু প্রতিমা দেখতে অনেকটি লক্ষ্মী প্রতিমার মতো। এর উচ্চতা হয় দু'ফুটের মতো, হলুদ রং, টানা টানা চোখ, লাল রঙের শাড়ি, দুটি হাতের এক হাতে থাকে ধান অন্যহাতে মন্ডা। এই হেনো ঐতিহ্যবাহী ভাদু গান বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান, 'এখন আট থেকে আশি সবাই মোবাইলে আসক্ত। এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সম্বন্ধে বর্তমান প্রজন্মের কোনও ধ্যান-ধারণাই নেই। তাই ভাদু এবং ভাদু গানকে বাঁচাতে সংস্কৃতমনা ব্যক্তি ও সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন। সরকারি বিভিন্ন মেলাতে বা অনুষ্ঠানে ভাদু গানের বিষয় রাখা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাহলে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে ভাদু গান। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ঐতিহ্যবাহী ভাদুগান সম্বন্ধে ওয়াকিয়াল হবে।'

জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগুড়ি চা বাগানে ৭২, ৭৩ ও ৭৪ নম্বর বুথে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে হাজির ছিলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, সহকারি সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, জেলা পরিষদের সদস্য পূর্ণিমা মহালি, টুংলি মহালি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমিলা মাতব্বর, বিডিও মালবাজার রোশনি গুপ্ত বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সেক্রেটারি সজল তামাং, বেদ গুড়ি চা বাগানের ম্যানেজার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী দুলাল দেবনাথ, জেলা আরএমসি সেক্রেটারি দেবাঞ্জন পালিত এবং প্রধান, উপপ্রধান-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ভাবাদিঘির জট কাটতেই সেজে উঠেছে কামারপুকুর রেল স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সেজে উঠেছে কামারপুকুর রেল স্টেশন। কোর্টের রায়ের পর ভাবাদিঘির জট কাটতেই শুরু হয়েছে জোর কদমে কাজ। একদিকে, ভাবাদিঘিতে রেল লাইনের কাজ চলছে। অন্যদিকে, কামারপুকুর রেল স্টেশন আলোকিত হয়ে উঠেছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। এখন কামারপুকুর রেলস্টেশনে রেল আসার প্রহরগুণছেন কামারপুকুরবাসী। বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে অন্যতম এক পবিত্র স্থান হলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর। এলাকার মানুষের কথা ভেবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানের নাম অনুসারে তৈরি হয় কামারপুকুর রেলস্টেশন। কিন্তু ভাবাদিঘির জটের জন্য এখনও স্টেশনে রেল আসেনি। আক্ষেপ এলাকার মানুষের পাশাপাশি সারা হুগলি জেলার মানুষের। কিন্তু সেই আক্ষেপ দ্রুত কাটতে চলেছে। মানুষের স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর হয়ে আরামবাগ এবং আরামবাগ থেকে কামারপুকুর রেল স্টেশন হয়ে বিষ্ণুপুর যাবে ট্রেন।পবিত্র স্থান দিয়ে রেল বিষ্ণুপুর পর্যন্ত চলাচল করুক। এই দাবি তুলে স্থানীয় মানুষ। কিন্তু সেই দাবি কবে পূরণ হতে চলায় খুশি এলাকার মানুষ। ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপুর থেকে মা সারদার

জন্মস্থান জয়রামবাটীতে রেলের ট্রায়াল রান হয়ে গেছে। রেল চলাচল শুরু হবে। এবারে কামারপুকুর রেল স্টেশনে রেল প্রবেশ করার অপেক্ষা। জোর কদমে কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক যুবক সাহেব ব্যানার্জী বলেন, 'কামারপুকুরের মানুষ অনেকদিন অপেক্ষা করেছে। এবারে কামারপুকুর রেল স্টেশনে রেল প্রবেশ করবে। এটা ভেবে আমরা খুব খুশি। স্টেশন ইতিমধ্যেই বিশ্বমানের হয়ে উঠছে। সেজে উঠেছে কামারপুকুর রেল স্টেশন। ভাবাদিঘির জট কাটিয়ে কামারপুকুরে রেল এলেই আমরা খুশি।'

তারা মায়ের পুজো দিয়েই শুরু হয় লাউদোহার চ্যাটার্জি বাড়ির দুর্গাপুজো

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ● লাউদোহা

দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আর কয়েক দিনের অপেক্ষা, কাশফুল, শিউলির গন্ধ আর ঝলমলে আকাশ জানান দিচ্ছে মায়ের আগমন। কেনাকাটার পাশাপাশি চলছে, মাকে বরণ করার প্রস্তুতিও। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা গ্রামের নামোপাড়ায় সেই ব্যস্ততা চোখে পড়ে। এখানেই হয় জামুরিয়ার বিরকুলটি গ্রামের তৎকালীন জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বিরকুলটির তৎকালীন জমিদার নিত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিষয় সম্পত্তি ছিল দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকেও। সেই সূত্রে ছিল লাউদোহা গ্রামে আসা যাওয়া। প্রায় ২০০ বছর আগে তিনি এখানে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। পরবর্তীকালে সেই পুজোর দায় বর্তায় নিত্যগোপাল বাবুর সন্তান ডা. গোবর্ধন চ্যাটার্জির ওপর। তাঁর ছিল দুই স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী পুষ্পরাণি আর দ্বিতীয় স্ত্রী প্রমিলা সুন্দরী। কিন্তু তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। ১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথার বিলোপ হয়। তার বছর দশ পর ১৯৬৪ সালে গোবর্ধনবাবু পারিবারিক পুজোর দায়িত্ব দিয়ে যান গ্রামের ক্ষিতীশ চ্যাটার্জি, হরেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জি, সুধাংশু চ্যাটার্জিদের। তখন থেকে চ্যাটার্জি পরিবার জমিদারদের ছেড়ে যাওয়া পুজোর আয়োজন করে আসছে

ধারাবাহিকভাবে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী হয় ছাগ বলি। পুজোর সূচনা হয় ষষ্ঠীর দিন থেকে। চ্যাটার্জি পরিবারের বর্তমান সদস্য নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, সোমনাথ চ্যাটার্জিরা জানান, 'পুজোর দায়িত্ব অর্পণের সঙ্গে বেশ কিছু সম্পত্তিও দান করে গেছেন প্রয়াত জমিদার পরিবার। সেই সম্পত্তি দেখভালের জন্য রয়েছে ট্রাস্টি বোর্ড। সম্পত্তির আয় থেকেই পুজোর আয়োজন হয়।' তাঁরা আরও বলেন, 'তারা মা কালী তাঁদের কুল দেবতা। ষষ্ঠীর দিন প্রথমে কুল দেবতা তারা মায়ের পুজো হয়। তারপর শুরু হয় দুর্গাপুজো।'

স্মৃতিতে বিলুপ্ত হয়নি কোষ্ঠিয়ার দুর্গাপুজোর 'দিনের যাত্রার আসর'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতির হানার ভয়ে রাতের পরিবর্তে দিনের বেলায় যাত্রা অনুষ্ঠানে মেতে উঠত বাঁকুড়ার গ্রাম। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বাঁকুড়া সদর মহকুমার বেলিয়াতোড়ের কোষ্ঠিয়া গ্রামে এভাবেই হতো যাত্রা অনুষ্ঠান। এই গ্রামে রয়েছে ৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো দুর্গাপুজো। এই দুর্গাপুজো ঘিরে রয়েছে এক কাহিনীও। মেষপালক থেকে জমিদার হওয়া ও দুর্গাপুজো এবং দিনের বেলায় যাত্রা অনুষ্ঠান শুরুর এক কাহিনী।

সেই সময় কোষ্ঠিয়া গ্রাম ছিল জঙ্গলে ঘেরা। হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ ছিলেন বাসিন্দারা। সার্থক শীট নামে এক মেষপালক একদিন সেখানে মেষ চরাতে চরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একটি বটগাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ছিলেন তিনি। এই সময় দেবী দুর্গা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন ও তাঁর পূজা করতে বলেন। এতে তাঁর ও এলাকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটবে বলেও জানান দেবী। এই স্বপ্নাদেশে সার্থক শীট সেখানে পূজা শুরু করেন এক চালার দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। এতে মেষপালকের সমৃদ্ধি ঘটে। সেসময় এলাকায় ঘন জঙ্গল ও হাতির ভয় থাকায় পূজাপাঠ ও আনন্দ-অনুষ্ঠান সবই দিনের বেলায় রাখা হয়। পুজোর দিনগুলিতে যাত্রাপালার ব্যবস্থাও করা হয়। তবে তা-ও হাতির ভয়ে দিনের বেলায়। এই পূজা ও যাত্রাপালা দেখতে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা ভিড় জমাতেন। এভাবে এই দুর্গার কথা ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে।

এদিকে দুর্গাপুজো করায় সার্থক শীটের সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে। তিনি জমিদার হয়ে ওঠেন। সার্থকবাবুও দুর্গাপুজোয় জাঁকজমক বাড়াতে থাকেন। সার্থকবাবু প্রাসাদ তৈরি করেন বসবাসের জন্য। দুর্গাপূজার জন্যও তৈরি করেন বিশাল নাটমন্দির। এলাকায় জনবসতিও বেড়ে চলে। গ্রাম জনবহুল হওয়ায় দুর্গাপূজার সময় এখানের যাত্রার আসর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জেলার বিভিন্ন যাত্রার দল সেই আসরে ডাক পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। প্রায় ৩০০ বছর ধরে এভাবেই পূজা হয়ে আসছে। তবে এখন সেই জমিদারি আর নেই। নেই জাঁকজমক। যাত্রার আসর ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। তবে জেলার যাত্রাশিল্পী ও বাসিন্দারা এখনও ভুলতে পারেননি সেই যাত্রা আসরের কথা। তাঁদের কথায়, 'দিনের বেলায় যাত্রার আসর' ভোলা যায় না।

তালপাতায় লেখা চণ্ডীপাঠ হয় বিষ্ণুপুর চৌধুরীবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জমিদার নেই, নেই জমিদারী জৌলুস। তারপরেও প্রায় ভেঙে পড়া ইট, সুরকির দেওয়াল আজও যেন মনে করিয়ে দেয় ওন্দার দামোদরবাটি গ্রামের চৌধুরীদের জাঁকজমক পূর্ণ পুজোর ইতিহাস। কিন্তু আগের সেই জৌলুস না থাকলেও সীমিত সাধ্যের মধ্যে সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য আর পরম্পরা মেনে পূজিত হন মা।

তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের যশোর থেকে তাঁদের কোনও এক পূর্ব পুরুষ বিতাড়িত হয়ে বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের কাছে আশ্রয় নেন ও তাঁদের তালুক দেখাশোনার কাজ করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে মল্লরাজারা তাঁদের চৌধুরী উপাধি দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মৌজা দান করলে, এই গ্রামে বসতি স্থাপন করার পাশাপাশি গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা দামোদর নারায়ণ চৌধুরীর নামে দামোদরবাটি নামকরণ করা হয়। পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে নদী থেকে একটি ভাসমান নিমকাঠ তুলে এনে বিষ্ণুপুরের মা মৃন্ময়ীর আদলে মূর্তি তৈরি করে পূজাপাঠ শুরু হয়। সারা বছর নিত্য পূজার পাশাপাশি পুজোর চারটে দিন ব্যস্ততা আলাদা। একই সঙ্গে প্রাচীন নিয়ম মেনে আজও যেমন মহালয়ার পর দিন থেকে দু'বেলা নহবৎ বসে, তেমনই সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে পূজার পাশাপাশি তালপাতার ওপর লেখা প্রাচীণ চণ্ডিপাঠও করা হয় এখানে।

দেউলটি স্টেশনকে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নামে করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি জড়িত দেউলটি স্টেশনকে শরৎচন্দ্রের নামে করার দাবি ফের জানানো হল। মঙ্গলবার ডেপুটেশন দেওয়া হল স্টেশন মাস্টারের কাছে। কিন্তু ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে নিজের বসতবাটিতে উপেক্ষিত রইলেন প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাগনান এক নম্বর ব্লকের অধীন কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন সামতাবেড়ের বাড়িতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কোনও অনুষ্ঠান হল না। সরকারি তরফে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানও কেউ করলেন না। যা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন শরৎ-প্রেমীরা। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাড়িতে 'স্বজন' নামে একটি সংস্থা কিছু সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে চার দিন ধরে। রবিবার থেকে শুরু হয়ে তা চলবে বুধবার পর্যন্ত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে স্বজনের লোকেরাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তৃণমূল নেতা তথা চন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'সরকারিভাবে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। আমরাই যা অনুষ্ঠান করেছি এবং শরৎবাবুর গলায় মাল্যদান করেছি।' এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলা পরিষদের বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মানস বসু বলেন, 'এটা ঠিকই ওখানে সরকারিভাবে সোমবার কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। এই ভুল যাতে না হয় আগামীদিনে সেটা আমি দেখব।' প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে। পাশাপাশি এখানকার পর্যটন ব্যবস্থার আরও উন্নতি করতে কী কী করা হয়েছে এবং কী হবে, সে বিষয়েও উল্লেখ করেছিলেন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানভূমের লোকসংস্কৃতি ভাদু গানেও পরিবর্তন

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানভূমের লোকসংস্কৃতি পুরুলিয়ার ভাদুগানেও পরিবর্তন। 'ভাদু' একটি কৃষি উৎসব। ভাদ্র মাসে ধানের চারা সবুজ ও সতেজ হয়। মাঠ জুড়ে চাষিদের চোখে নতুন আশা ভরসা জেগে ওঠে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম ভাদু উৎসব। আর এর গান হল 'ভাদুগান'।

পুরুলিয়ার মেয়েদের কাছে তাই ভাদু উৎসব খুবই জনপ্রিয়।

এবার পুরোনো যে সকল ভাদুগান তাকে বাদ দিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন 'আধুনিক' ভাদু সঙ্গীত। প্রযুক্তির দুনিয়ায় ক্রমশ দিন বদল ঘটছে। আসছে নিত্য নতুন চিন্তাধারা। তাই ভাদুগানেও এসেছে পরিবর্তন। বর্তমান সমাজে অত্যাচারিত বধূ নির্যাতনের একাধিক গান তৈরি করে গাওয়া হচ্ছে ভাদু গানে।

এই উৎসবের কোনও পুরোহিতের দরকার হয় না, কোন মন্ত্র-তন্ত্রও লাগে না। এই উৎসবের প্রধান সম্পদ 'গান'। ভাদ্র মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাদুর প্রতিমা আনার হিড়িক পড়ে যায়। সারা মাস সেই ভাদুর প্রতিমার সামনে বিশেষ করে সরাক, বাগতি, বাউরি-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সধবা, বিধবা, কুমারী সমস্ত শ্রেণির মহিলারা একসঙ্গেঁ জড়ো হয়ে ভাদু গান গান। এবার সেই ভাদুগান পরিবর্তন করে তাঁরা গাইছে এইভাবে—

'শাশুড়িতে ধরে মারে, শ্বশুর কিছু বলে না। গুনের দেওয়র চোখ মারে মা। জানে পাড়া পরগণা।' কিংবা 'এক পিঠ চুল আমার,পিঠের পরে রহে না, শাশুড়িতে তেল দেয় না, চুলের যতন জানে না।' বর্তমানে জেলার এই লোক

সংস্কৃতি গানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে মেয়ের অভিযোগগুলি তুলে ধরেছে। ভাদুগানের পুরনো যে সকল গান শোনা যেত। তাতে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা-সহ সবুজ ধান চারা মনে আনন্দ জাগরণের গান গাইত। বিয়ের সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবারা সেই সময় এক জামাইকে দুই কন্যা দান করতেন। তা ভাদুগানে তুলে ধরা হত এই ভাবে— 'কাশীপুরে দেখে আইলাম, দালান কোঠায় টিকটিকি, এমনই বাবার বিবেচনা, এক জামাইকে দুই বিটি।' এই সকল পুরনো ভাদুগান ভুলে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে রাজনীতির প্রভাবও দেখা গেছে লোকসংস্কৃতি 'ভাদুগানে'। আধুনিক মোবাইলে জিও সিম নিয়েও তৈরি হয়েছে ভাদুগান। 'ভাদু আমার তাকিয়ে দেখো, সিম এসেছে জিও, এবার কিন্তু যাবার আগেই আমায় একটা দিও, গত বছর স্পিড ছিল না,

টু জি, থ্রি জি, ফোর জির জন্য, এবার ফাইভ জি যখন এসে গেছে ব্যাপার এবার অন্য।' এই ভাদুকে কেন্দ্র করে জেলায় অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বেশি প্রচলিত কাহিনীটি হল, 'পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজার ভদ্রেশ্বরী বা ভানু নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। বীরভূমের এক রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়। বিয়ের দিনই বর আসার ঠিক আগে রাজপরিবারের সকলের অজান্তে আত্মহত্যা করে রাজকন্যা ভাদু। কারণ রাজকুমারী অন্ত্যজ শ্রেণির এক যুবককে ভালোবাসতেন। প্রেমের এই খবর ভয়ে রাজাকে বলতে না পেরে নিজেকে নিজেই শেষ করে ফেলেছে বলে প্রচারিত। রাজরানি এই সংবাদ পেয়ে মূর্চ্ছা যেতে থাকে। রানির অবস্থা দেখে প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তখন প্রজারা ঠিক করেন ভদ্রেশ্বরীর বা ভাদুর স্মৃতি উৎসব করবেন তাঁরা। এই প্রস্তাবে রাজাও সম্মত হয়। তখন থেকেই গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হতে থাকল 'ভাদু উৎসব' ও তাঁর গান। বর্তমানেও সেই উৎসবে কমতি নেই পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি 'ভাদুগানে'। জেলার লোকসংস্কৃতি ও ছৌ-ঝুমুর রির্সোস সেন্টারের গবেষক সুভাষ রায় বলেন, 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির মধ্যে 'ভাদু উৎসব' একটি বড় উৎসব। এই উৎসবের মূল বিষয় 'গান'। সেই গানে বধূ নির্যাতনের অত্যাচারের কথা, মোবাইল এর সিমের সমস্যা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মেয়েরা তা তুলে ধরেছেন ভাদুগানে। এই গানের মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ও পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পীদের মধ্যে। কারণ গান তৈরি করা থেকে সঠিক অর্থ, সুর, তাল, ছন্দ সমস্ত কিছুই ঠিকমত তৈরি করতে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। যা দেখতে পাওয়া গেছে এই শিল্পীদের মধ্যে।'

এসএসসি পরীক্ষায় ‘নোয়া খোলা’ বিতর্কে সাফাই পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত রবিবারের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিভ্রান্তিকর প্রচার পুলিশের নজরে এসেছে। যেখানে অভিযোগ করা হচ্ছে, বর্ধমানের কালনার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে শাঁখা-পলা-নোয়া পরিহিতা পরীক্ষার্থীনীদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি জানান, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছেন, রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো বর্ধমানের ওই পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল প্রবেশপথে পরীক্ষার্থীদের চেকিংয়ের দায়িত্বে ছিল একটি বেসরকারি সংস্থা। সেই সংস্থার এক কর্মী এক পরীক্ষার্থীকে হলে ঢোকার আগে নোয়া খুলতে বলেন, যেহেতু নোয়াটি ধাতব। পরীক্ষার্থী বিষয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায় এবং নোয়া পরেই নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে উনি পরীক্ষা দেন।

পুরো বিষয়টিই একটি বিচ্ছিন্ন ভুল-বোঝাবুঝির ঘটনামাত্র। সব ধর্মেরই প্রচলিত আচরণবিধি সরকারের কাছে সমান সম্মানের। তবু, এর সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে যাঁরা বিভ্রান্তিকর এবং উসকানিমূলক প্রচার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এই ঘটনাটি ছাড়া রাজ্যের কোথাও আর কেউ এই ধরণের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কাছে করেনি। যদি কারও সঙ্গে এ ধরণের কিছু ঘটে থাকে, স্থানীয় থানায় জানালে তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন বলে অশ্বাস দেন পুলিশ কর্তা।

পুজোর আগে খাবার দোকান পরিদর্শনে ফুড সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পুজোর আগে খাবারের গুণগত মান খতিয়ে দেখতে দোকানে আচমকা হানা ফুট সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন বেকারি ফাস্টফুডের দোকান, মিষ্টির দোকান-সহ খাবারের দোকানে গিয়ে গুণগত মান, ফুড লাইসেন্স-সহ একাধিক জিনিস খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, সামনেই দুর্গোৎসব। আর দুর্গোৎসব মানেই আড্ডা, ঘোরাফেরার সঙ্গে প্রচুর খাওয়া দাওয়া। আর সেইসব খাবার খেয়ে যাতে মানুষের স্বাস্থ্যের কোনওরকম অবনতি না হয়, সেই কারণে নড়েচড়ে বসল ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট। শহরের বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে খাবারের গুণগতমান পরীক্ষা করে দেখেন ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি দোকানগুলিতে যে ওজন মেশিন গুলো রয়েছে, সেগুলির নবীকরণ করা হয়েছে কিনা সেগুলি খতিয়ে দেখা হয় ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের তরফে। জানা গিয়েছে, অভিযানে বেশ কিছু দোকানে নষ্ট খাবার মজুত রাখার বিষয় সামনে এসেছে। পাশাপাশি অনেক দোকানেই প্যাকেটজাত খাবারের গায়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের কোনও উল্লেখ নেই। সেই সমস্ত দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জরিমানা করা হয়েছে আধিকারিকদের তরফে। যে সমস্ত দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে এসেছে তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তাঁরা উপস্থিত না হন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খাবারের প্যাকেটজাত করবার জন্য লাইসেন্স করতে হয়। তার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা করতে হয়। সেই বিষয়েও নোটিস করা হয়েছে বলেও আধিকারিকরা জানিয়েছেন। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মনোজিৎ রাহা বলেন, ‘বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা খাবারের দোকানে পরিদর্শনে যাই। সামনে পুজো তাই তার আগে বিভিন্ন খাবারে দোকানগুলোতে পরিদর্শন চলছে। খাবারের গুণগতমান ঠিক আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেশ কিছু দোকানে যেভাবে খাবার স্টোর করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। কিছু ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদেরকে জরিমানাও করা হয়েছে। এরপরও দোকান মালিকেরা সতর্ক না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

‘দেড় ফুটিয়া বামপন্থী হার্মাদ’

বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিগত কয়েকবার প্রশাসনিক মহলের একাধিক জায়গায় পড়ল বিতর্কমূলক রাজনৈতিক পোস্টার। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবারও একবার প্রকাশ্যে। ফের বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা-কে ঘিরে দেখা গেল বিতর্কমূলক পোস্টার। সেই পোস্টারে অভিজিৎ তা-এর ছবি দিয়ে লেখা রয়েছে, ‘দেড় ফুটিয়া বামপন্থী হার্মাদ, চোর, চরিত্রহীন, তোলাবাজি, শাসকদলের দালাল।’ আর এই বিতর্কমূলক পোস্টার আদি বিজেপি কার্যকর্তাবৃন্দ বর্ধমান দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। অতএব সকলেই ধরে নিচ্ছেন এটা প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তবে এই ধরনের পোস্টার একবার নয়, বহুবার এই প্রশাসনিক মহলের চারিদিকে দেখা মিলেছে, এর আগেও ডিএম থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের নেতাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পোস্টার চারিদিকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বারবার কেন প্রশাসনিক মহল সংলগ্ন এরিয়ায় এই ধরনের পোস্টার দেওয়া হচ্ছে? জেলাশাসক দপ্তর, মহিলা থানা, ট্রেজারি অফিস, কোর্ট চত্বর যাওয়ার রাস্তা, এমনকি ডিআইজি অফিস পর্যন্ত বারবার এই একই জায়গায় পোস্টার ফেলা হচ্ছে। তাহলে কি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই বারবার একই জায়গায় প্রশাসনিক মহলের চারিদিকে পোস্টার? কারা-ই বা এই ধরনের রাজনৈতিক বিতর্কমূলক পোস্টার বারবার এখানে দিয়ে যাচ্ছেন সেই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

অন্যদিকে, বিজেপির মুখপাত্র শান্তরূপ দে জানিয়েছেন, ‘এটা সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ। তাঁরা নিজেরাই বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক মহলের চারিদিকে এই ধরনের পোস্টার দিয়েছেন। বিজেপির মধ্যে কোনওরকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই, সকলেই তারা এক পরিবার। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে সবকিছু প্রমাণ হয়ে যাবে।’ তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য নেতা দেবু টুডু বলেন, ‘বিজেপি দলের এটাই পরিচয়। তাঁদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রমাণ করে তাঁরা একটা উচ্ছন্ন দল। বিজেপি দল কোনও দিন বাংলায় ক্ষমতায় আসবে না।’

ইসিএলে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ জমিদাতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইসিএলের ঝাঁজড়া এমআইসি কোলিয়ারির প্রজেক্টের প্রধান গেট আটকে কোলিয়ারির পরিবহন ও কনফেয়ার বেল্ট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন জমিদাতারা। জমিদাতা পবন ব্যানার্জি, রানা গোস্বামীদের দাবি, ‘তাঁরা মোট ২২ জন জমিদাতা রয়েছেন, যাদের জমি ২০১৮ সালে ইসিএল-এর সিবি অ্যাক্ট হয়। তারপর থেকেই দীর্ঘ বছর পেরিয়ে গেল জমির বিনিময়ে মেলেনি চাকরি। বারবার কোলিয়ারির আধিকারিকের তরফ থেকে শুধুই মিলেছে আশ্বাস কিন্তু হয়নি কোনও কাজ।’ আন্দোলনকারীদের সমর্থনে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক, শ্রমিক নেতা আইএনটিটিইউসি ও কে কে এস সির এরিয়া সেক্রেটারি বিন্দু দেব জস। তাঁদের দাবি, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ বারবার নানানভাবে জমি দাতাদের আশ্বাস দিয়েও কথা রাখ ছেন না। সেই কারণেই জমিদাতাদের আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় আন্দোলনের পথে নেমেছেন। লোক সভাপতি ও শ্রমিক নেতা জানান, তাঁরা সবসময় আন্দোলনকারীদের পক্ষে রয়েছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন। অন্যদিকে, জমিদাতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শীঘ্রই তাদের জমির বিনিময়ে চাকরির না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। প্রয়োজনে আমরণ অনশনে বসবেন তাঁরা। যদিও এই ব্যাপারে কোনও ইসিএল আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মিথ্যা মামলা দেওয়ার প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের সদস্যর ছেলেকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামলো দলের শতাধিক কর্মী ও সমর্থকেরা। মঙ্গলবার দুপুরে ইংরেজবাজার ব্লকের লক্ষ্মীপুর এলাকায় রীতিমতো হাতে দলীয় ঝাণ্ডা নিয়ে মালদা মানিকচক রাজ্য সড়কে মিছিল করেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, গত রবিবার অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনিয়া গ্রামে গুলিবিদ্ধ আতিমুল মোমিন নামে এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য মাইনুল শেখের ছেলে শাহিদ শেখকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে। যদিও শাহিদ গত দু’মাস ধরে মালদায় নেই। এই মিথ্যা মামলায় জড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়েই এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি অভিযোগপত্র পুলিশ ও প্রশাসনের কাছেও জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তাদের দাবি, প্রকৃত যারা অপরাধী তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।

এদিন বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মী রানা শেখ, রেজিয়া বিবিদের অভিযোগ, গত জুলাই মাসে একটি গুলি কাণ্ডের ঘটনায় কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এরপর বেনিয়া গ্রামের গুলিকাণ্ডে ধৃত তৃণমূল নেতার ছেলে শাহিদ শেখকে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জানান, আগামীতে কয়েক হাজার গ্রামের মানুষের গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি ডেপুটেশন পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে দেওয়া হবে।

এদিকে আবারও মালদায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকন্দল প্রকট হতেই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাধারণ সম্পাদক নিলাঞ্জন দাস বলেন, ‘ওই দলের কাটমানি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নেই। শাসকদলের মধ্যে একে অপরকে মারছে, মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।’ তৃণমূলের ইংরেজবাজার টাউন সভাপতি শুভদীপ সান্যাল বলেন, ‘এখানে রাজনৈতিক কোনও ঘটনা জড়িত নেই। বিজেপি অযথাই ভিত্তিহীন আরোপ করছে।’

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে লালগড়ে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিনপুর থেকে লালগড় যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পাকা রাস্তাটির সংস্কারের দাবিতে মঙ্গলবার ওই এলাকার বাসিন্দারা জেলা প্রশাসনের দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছেন। বিনপুর থেকে লালগড় যাওয়ার আমকলা পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তাটি দীর্ঘ ১৫ বছর জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে যাঁড়পুরা জামদা কুড়কুটসোল আমকলা-সহ প্রায় ৫০টি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে লালগড় থেকে ঝাড়গ্রাম, বিনপুর বেলপাহাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু সেই বামফ্রন্ট আমল থেকে আজ পর্যন্ত রাস্তাটির কোনও রকম সংস্কার করা হয়নি। যার ফলে বড় বড় গর্ত আর জল কাদার মধ্য দিয়েই ওই এলাকার ৫০টি গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। সেই রাস্তা সারানোর দাবিতে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে ডেপুটেশন দেন ওই এলাকার প্রতিবাদী মানুষদের গড়ে তোলা নাগরিক কমিটি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিগত ১৫ বছর ধরে কোনওরকম সংস্কার না হওয়ায় প্রায় ৫০টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি বড় বড় গর্তে ভরে গিয়ে বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাটি মেরামত করা হলে এলাকার বাসিন্দাদের স্কুল কলেজ, অফিস আদালত, হাট বাজার যাওয়া সহজ হয়।

নিজের ডাম্পারে পিষে মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার শিবপুর এলাকায়। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল (৩৬)। মৃতের বাড়ি কাঁকসার কাজলাডিহি এলাকায়। গাড়ির মালিক তরুণ দত্তের সঙ্গে বিশ্বজিৎবাবুও পার্টনারশিপে মালিক ছিলেন বলে স্থানীয়দের দাবি। জানা গিয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে চালক বিশ্বজিৎ মণ্ডল ডাম্পারটিকে শিবপুরের কাছে অজয় নদে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। খালাসিকে চালিয়ে কৃষ্ণপুর আনতে বলেন। ডাম্পারের সামনে বাইকে করে যাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটি বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাইকের পেছনে ধাক্কা মারলে, রাস্তার ওপর পড়ে যান তিনি। এরপরই তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায় ডাম্পার। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ডাম্পার ছেড়ে পালিয়ে যায় খালাসি। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডাম্পারটিকে আটক করে।

ডাক্তারের বদলে ওঝার কাছে! সর্পদংশনে মৃত বধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: সাপে কামড়ে ছিল, ডাক্তারের কাছে নিয়ে না গিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়াতে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার কৈজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈজুরি মাঝের পাড়া এলাকায়। জানা গেছে, বছর ৪৪-এর শর্মা দফাদার গাইন সোমবার রাত নটা নাগাদ অন্ধকারে ঘরে মশারি টাঙাচ্ছিলেন। সেই সময় বিষধর সাপ ছোবল মারে তাঁকে। ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। সেখানে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। পরে বেগতিক বুঝে সারাপুল গ্রামীণ হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো কুসংস্কারের থেকে এখনও বেরোতে পারিনি সীমান্ত ও সুন্দরবনের একশ্রেণির মানুষ। ফলে অকালে প্রাণ হারাতে হল গৃহবধূকে।

কাঁকসা থানায় পুজোর অনুদানের চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা থানা থেকে বিতরণ করা হল দুর্গা পুজোর অনুদানের চেক। মঙ্গলবার দুপুরে কাঁকসা থানায় কয়েকটি পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন কাঁকসার এসিপি (আইপিএস) আয়ুষ পাণ্ডে, কাঁকসার আইসি প্রসূন খাঁ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এবছর কাঁকসা ব্লকে ৬৯টি পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হবে। যার মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় ৫০টি পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুদানের চেক পেয়ে খুশি, পুজো কমিটির সদস্যরা। আড়া কালি নগর সার্বজনীন পুজো কমিটির সদস্য তথা মিলন তীর্থ ক্লাবের সেক্রেটারি সুব্রত ব্যানার্জি জানিয়েছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পুজো করে আসছেন তাঁদের এলাকায়। অনুদান পাওয়ায় পুজো কমিটিগুলির অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। অনুদানের অর্থ তাঁরা যেকোনও একটি বিষয়ে খরচ করছেন। এরফলে কিছুটা হলেও পুজো কমিটিগুলির চিন্তা দূর হয়।

ধৃত বাংলাদেশি ও বাড়ির মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অবৈধভাবে বাংলাদেশি যুবককে বাড়িতে লুকিয়ে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার বাড়ির মালিক ও বাংলাদেশি যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার স্যান্ডেলের বিল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার ইমতিয়াজ গাজী নামে এক ব্যক্তি, তাঁর বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে আসা এক যুবক মনিরুল গাজীকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ খবর পেয়ে ইমতিয়াজ গাজীর বাড়ি তল্লাশি করে। পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ওই বাংলাদেশি রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু পুলিশ সেখান থেকেই তাকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বাড়ির মালিক ইমতিয়াজ গাজীকেও গ্রেপ্তার করে। দু’জনকেই মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন।

পুজোর অনুদানের চেক বিতরণ পাণ্ডবেশ্বর থানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর থানার উদ্যোগে একটা কমিউনিটি হলে শারদীয়া শুভেচ্ছা ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার পুজো কমিটিগুলির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হলো। সরকারি অনুদান হাতে পেয়ে খুশি পুজো কমিটির সদস্যরা। মঙ্গলবার, পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলির হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো দুর্গা পুজোর অনুদান হিসেবে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় এলাকার পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে।

এদিন প্রেক্ষাগৃহে পুজো কমিটি ও প্রশাসনিক কর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এসিপি অন্ডাল পিণ্টু সাহা, সিআইবি দুর্গাপুর পিণ্টু মুখার্জি, পাণ্ডবেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মানব ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী যমুনা ধিবর, পাণ্ডবেশ্বরের জয়েন্ট বিডিও প্রমুখ। এই সভায় প্রশাসনের তরফে পুজোর দিনগুলোতে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দিকগুলোও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শের শাহর দেওয়া জমিতে ৩৭১ বছর হয়ে আসছে ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: থোর, মোচা, কলা। এই উপকরণের বিভিন্ন পদ দেওয়া হয়। আর এই সব পদ রান্না করতে হয় গঙ্গাজল দিয়েই। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের কোলসরা গ্রামের ঘোষাল পরিবারের দুর্গাপুজোয় ৩৭১ বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি। মহালয়ার দিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত দেবীকে ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে।

দেবীকে কলার বিভিন্ন পদ ভোগ হিসেবে দেওয়ার পিছনে একটা কাহিনীও রয়েছে। ঘোষাল পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিবারের পূর্ব পুরুষ দিগম্বর ঘোষাল ছিলেন শের শাহর বিশ্বস্ত কর্মচারী। ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে জিটি রোড নির্মাণের সময় শের শাহ তাঁকে কাজের দেখভাল করার জন্য এখানে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে ঘোষাল পরিবার কোলসরায় বসবাস শুরু করেন। দিগম্বরের বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। এই পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য, পেশায় শিক্ষক সমীর ঘোষাল জানান, ১৬৫৫ সাল নাগাদ একদিন নিজেদের কলাবাগানে ঘোরাঘুরি করছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সেই সময় ফুটফুটে এক বালিকাকে কলাবাগানে দেখতে পান। এক ঝলক দেখার পর আর সেই বালিকাকে আর খুঁজে পাননি ঈশ্বরচন্দ্র। সেই দিন রাতে স্বপ্নাদেশ পান তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন।

পরিবারের বিশ্বাস, কলাবাগানে যে বালিকার দর্শন পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তিনি আর কেউ নন, মা দুর্গাই। তাই কলাবাগানে দেবীর দর্শন হওয়ায় ভোগে কলা, থোর ও মোচার বিভিন্ন পদ দেওয়ার রীতি রয়েছে। সেই রীতি এখনও বজায় রেখেছেন বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা। এই পরিবারের প্রতিমা সাবেকি ধাঁচের। জন্মাষ্টমীতে দেবীর কাঠামোয় মাটি দান করার রীতি রয়েছে। একসময় এখানে বলিদান প্রথা ছিল। একটি দুর্ঘটনার পর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের তোপধ্বনী শুনে এখানে বলিদানের রীতি ছিল। বহু বছর আগে সর্বমঙ্গলার তোপধ্বনীর আগেই এলাকারই কোনও গ্রামে বাজি ফাটিয়ে দেওয়া হয়। যা শুনে এই পরিবার বলিদান করে দেয়। কিছু পরেই অবশ্য ভুল ভাঙে সর্বমঙ্গলার তোপধ্বনী হওয়ার পর। এই ভুলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেন পুরোহিত। সেই পুরোহিতের অকালমৃত্যু ঘটে। তারপর থেকে এখানে বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

ভাদু পুজো ও গান এখনও শোনা যায় গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রামে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: বাংলার বহু প্রাচীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা ধর্মাচরণ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল ভাদু ঠাকুরের পুজোপাঠ ও ভাদু গান। প্রতি বছর ভাদ্রমাস এলেই প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে ভাদু ঠাকুরকে ঘিরে শুরু হতো বিশেষ ভাদু গান। এই নিয়ে গ্রামের মানুষের বিশেষ উন্মাদনা ছিল। বর্তমানে এই সংস্কৃতি লুপ্তপ্রায়। তবে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার বেঙাই অঞ্চলের ইদলবাটি গ্রামের বাসিন্দা বনমালী-সহ আরও দু’জন শিল্পী ভাদু গানের মাধ্যমে এখনও এই লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি তথা ধর্মীয় প্রথা ধরে রেখেছেন। প্রায় ৮০-৯০ বছর ধরে তাঁরা ভাদু উৎসবের পাশাপাশি এই প্রথা ধরে রেখেছেন। লোকসংস্কৃতির এই প্রাচীন রূপ এই ভাদুর গান তাঁদের হাত ধরে মানুষের মনে আজও জীবিত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত, পুরুলিয়া, পঃ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম-সহ বিভিন্ন জেলায় ভাদু ঠাকুরের অনুষ্ঠান এখনও কিছু জায়গায় হয়ে থাকে। তবে ইন্টারনেটের যুগে সেইভাবে আর দেখা যায় না, দেখা গেলেও খুব কম। উল্লেখ্য, অনেকে মনে করেন, ভাদু মানে মা লক্ষ্মী। বিভিন্ন মাসে মা লক্ষ্মী বিভিন্ন রূপে যেহেতু পূজিত হন, তাই ভাদ্র মাসেও ভাদু উৎসবের মাধ্যমে লক্ষ্মীদেবী পূজিত হন। এই বিষয়ে বনমালী বাবু জানান, ‘ভাদু ঠাকুরের সূচনা হয়েছে পঞ্চকোট রাজ্যের রাজকুমারী ভদ্রাবতীর আত্মত্যাগের স্মরণে, যিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষকে হারিয়েছিলেন এবং শোকে আত্মগোপন করেন বা চিতায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রাজা তাঁর মেয়ের এই শোককে স্মরণীয় করে রাখতে ভাদু উৎসবের প্রচলন করেন। মা লক্ষ্মীর নতুন রূপে পুজোপাঠ হয়। যা পরবর্তীতে এক লৌকিক উৎসব হিসেবে প্রচলিত হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে উৎসব করি এবং মায়ের পুজো দিই। মা ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পুজো করে এসেছে।’ সব মিলিয়ে বলা যায়, এখনও বাংলার বুকে ভাদ্র মাসে প্রত্যন্ত গ্রামে ভাদু গানের আসর বসে ও উৎসব হয়।

রাজভাষা কীর্তি পুরস্কারে ভূষিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গান্ধিনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর: রাজভাষা কীর্তি ২০২৪-২৫-এ তৃতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ককে। হিন্দি দিবস উদযাপনের দিন পঞ্চম অল ইন্ডিয়া রাজভাষা কনফারেন্স ২০২৫-এর আয়োজন করা হয়েছিল গুজরাতের গান্ধিনগরে। সেই অনুষ্ঠানেই ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ককে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজভাষা বাস্তবায়নে অসামান্য কর্মক্ষমতার জন্য এই কীর্তি পুরস্কার পেল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক। অনুষ্ঠানে প্রথম দিনই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মহাত্মা মন্দির কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি অর্জুন রাম মেঘাওয়াল এবং রাজ্যসভা সাংসদ দীনেশ শর্মা এই পুরস্কার প্রদান করেন। ব্যাঙ্কের তরফে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার মনোজ কুমার দাস এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই সম্মাননা ব্যাঙ্কের অফিশিয়াল ভাষা নীতির সফল বাস্তবায়ন এবং ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমে হিন্দির প্রচারের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। 'গ্রাহকের ভাষায় গ্রাহক পরিষেবা', এই চেতনা নিয়ে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সারা দেশে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানে নিবেদিতপ্রাণ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 9 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA/BGP/NIT/483/25/APAS, Date: 16.09.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **16.09.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **26.09.2025 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **08.10.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 no. development work(s) vide **Memo No.: WB/WB/HWH/AMTA/BGP/25/NIT/482, Date: 15.09.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **15.09.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **22.09.2025 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **25.09.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER 2nd Call

N.I.E. ET. No. 54/PW/Eng/APAS/25 Dt. 01-09-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour,
24-Pgs(S), WB: 743331

E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for Supply ,delivery, installation, testing and commissioning of M.S. Self supported chimney of 30 Mtr height including dismantling of the existing Damaged chimney at Electric Crematorium in ward no 05 under under Diamond Harbour Municipality in the year 2025-2026. **NIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT-03/348(e)/2025-2026 Memo No.-K-12(Tender)/A-344/DHM Dated: 16/09/2025. Tender ID: 2025_MAD_904259_1.** For details information available in the departmental website: **http//wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

কল্যাণী পৌরসভা
নগর কেন্দ্র ঃ কল্যাণী ঃ নদীয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ ঃ পিন-৭৪১২৩৫

ই-দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

কল্যাণী পৌরসভা অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় বুথে বুথে আমাদের পাড়ায় আমাদের সমাধান প্রকল্পে উন্নয়ন মূলক কাজের e-Tender No. : **KLYM/PH-I/L-1/02081608/I/8582/2025/SI No-1 to 3**, এর e-Tender ID No. : **2025_MAD_903503_1 to 3**, এই ই-দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিগত গত ১৬/০৯/২০২৫ তারিখে **https://wbtenders.gov.in** এবং **www.kalyanimunicipality.org** প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী দরদাতাদের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ০৮/১০/২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র **https://wbtenders.gov.in** ই-টেন্ডার মারফৎ দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর
পৌরপ্রধান, কল্যাণী পৌরসভা

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Letting out Office space/shop bearing No. 10/29 and 10/35 having an area of 110 sq.ft. and 230 sq.ft. at 5,00,000 and 7,00,000 respectively as minimum bid value. The schedule space will be allocated to the highest bidder on rental basis at RS. 3.00 per sft, vide memo No. 761/DDM/GEN/25-26 Dtd 15.9.2025, Last date for dropping is 23.9.2025 and Opening on 25.9.2025.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/323/25-26 Dated 04.09.25	Construction of boundary wall at Poush mela math in ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,40,818.00

Bid Submission end date is being extended from **15.09.2025 at 11-00 hrs to 23.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

WBMAD/ULB/ BM/PW/AMRUT 2.0 /NIT– 13/2025-2026
Memo No:-1924/PWD/BM/2025-2026, Dated-19.08.2025
Name of the Work:- 1 (One) Sl. No. 1.
Tender Id: 2025_MAD_893395_3.
Last Date of Submission 20.09.2025 at 9:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Mandirbazar Panchayat Samiti
South 24 Parganas

Memo No: 88/MBPS, 89/MBPS, 90/MBPS, 91/MBPS, 92/MBPS

E-Tenders are invited for 46 nos. different development works under Mandirbazar Panchayat Samiti. Bid Submission End Date for both Tender - **24.09.2025 at 18.00 Hrs. respectively.** Date of Opening of Technical proposal for Tender- **25.09.2025 at 12.00 Hrs. respectively.** For details visit- **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Mandirbazar Panchayat Samiti

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 100/APAS/ELEC/T/25-26 Dated 15.09.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Erection of Mini Mast near Khanika Villa and Bhagar. Last date of submission of tender: **01.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/361/25-26 Dated 15.09.25	Construction of Concrete Road from Biswanath Dutta House to Rabindranath Paik House at Fulamat Vidyasagar Pally in Ward No.-09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,94,591.00

Bid Submission end date: **25.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 99/APAS/ELEC/T/25-26 Dated 15.09.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Erection of Mini Mast near Barrackpore Nagar Colony. Last date of submission of tender: **01.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/363/25-26 Dated 15.09.25	Construction of Concrete Road, Surface Drain, covered Drain and Old drain covered Slab at Paschim Daspara Purbasha and Reparing old Drain at Purbo Baidyapara in Ward No.-13 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,57,023.00

Bid Submission end date: **25.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 96/FCXV/CON/T/25-26 Dated 15.09.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Installation of Pump Motor and Pumping Machinery at J.R.R. Road and Ali Hyder Road. Last date of submission of tender: **01.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/249/HFA/e-Tender/2025-26 Dated: 16.09.2025,
WBMAD/UM/250/e-Tender/2025-26 Dated: 16.09.2025,
WBMAD/UM/122/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 16.09.2025,
WBMAD/UM/123/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 16.09.2025,
WBMAD/UM/124/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 16.09.2025,

(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward and under Uluberia Municipality.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/250/25-26/ 2nd Call Dated 15.08.2025	Construction Of Concrete Road With Surface Drain At Paschim Balia Ratanti Kali Mandir To Balia Baisakhi Sangha Club In Ward No-01 Under Rajpur Sonarpur Municipality.The Rates Are Given As Per Pwd Building Schedule 2017.	Rs.18,98,711.00
WBMAD/ULB/RSM/362/25-26 Dated 15.09.2025	Construction of Concrete Road from Pranab Das House to Samir Das , Arpita Das House at Sarat Sarani Ganashakti more in Ward No. - 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.14,65,577.00

Bid Submission end date: **03.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-310 to 317/ 2025-2026 Dated. 16.09.2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd,23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, Purba Medinipur, Dakshin Dinajpur and Purulia District. Tender document may be downloaded from **http:/wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **17.09.2025 after 9:00** am. Bid submission end date **06.10.2025 upto 3:00 pm**

And
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION

The last date of submission of tenders has been extended by The Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:

1. NIeT-272/25-26 Gr No - I to 3 , Tender ID: 2025_WBAIC_ 896407_1 to 3 for the district of Murshidabad has been extended for bid submission closing to 17.09.2025 upto 9.00 pm.

Date:16.09.2025 **Sd/- Executive Engineer**

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সিডি/আরআর/নিউ/২০২২ তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৫

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, (কমার্শিয়াল), শিয়ালদহ ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনে 'ডি' ক্যাটাগরির স্টেশন/স্থানে রিফ্রেশমেন্ট রুম-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করতে ক্যাটারিং ব্যবসাতে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা অংশীদারি সংস্থা যা পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৩২-এর অধীনে নিবন্ধীকৃত অথবা কোম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৫৬-র অধীনে গঠিত কোম্পানি বা নথিভুক্ত সমবায়/নিবন্ধীকৃত অনিবন্ধিত গোষ্ঠী/একক মালিকানাধীন সংস্থার নিকট থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গল স্টেজ সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। স্টেশন এবং প্রস্তাবিত ইউনিটের বিশদ নিম্নরূপ ঃ **ক্র. নং. ঃ ১; স্টেশন ঃ বেথুয়াডহরি; ইউনিট নং. ঃ বিটিওয়াই-আরআর/০১; স্থান ঃ চতুষ্পার্শ্ব অঞ্চল** (স্কেচ প্ল্যান অনুসারে); **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৩৮,৩০০ টাকা; সংরক্ষণ শর্তাবলি ঃ অসংরক্ষিত** (সকলের জন্য উন্মুক্ত)। সংরক্ষণ মূল্য, টেন্ডার নথির মূল্য, প্রদেয় বায়না অর্থ, বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডারটির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। **দরপ্রস্তাব প্রদান বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১০.২০২৫** তারিখ দুপুর ২ টো।

SDAH-198/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অঙ্কুর মার্কেটিং লি.
CIN : L52110WB1985PLC240038
রেজি. অফিস: ২১০, রবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ফোন : ০৩৩ ৭১৫০ ৩২০৩; ইমেল : ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.ankurmarketing.com

নোটিশ

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে বিজ্ঞাপিত হল যে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধি ২০ সহ পঠিত, কোম্পানির সদস্যদের ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে এর নিবন্ধিত অফিসে অর্থাৎ ২১০, রবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা - ৭০০০৭৮ ঠিকানায়।

সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে উপলব্ধ। এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ankurmarketing.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে :

১. এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া ব্যবসায়ের আইটেমগুলি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। তদনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যারা সদস্যদের বা শেয়ারহোল্ডারদের উপকারী সদস্যদের রেজিস্টারে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্যদের ভোটাধিকার গণনার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, সদস্যদের দ্বারা প্রয়োগ করা হবে ই-ভোটিং অধিকার হবে।
২. ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় হল সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০টা এবং ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় হল বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টায়। ভোট প্রদান ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫টা) এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর উপায় অনুমোদিত হবে না।
৩. একজন সদস্য যিনি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ সদস্য হিসাবে অধিকারে থাকেন, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে তাকে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর কাট-অফ তারিখে শেয়ারের সদস্য বা উপকারী মালিক হিসাবে বইটিতে উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৪. শ্রী শ্রী কান্ত মোহতা, প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে একটি সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং যেকোন প্রশ্নের জন্য সদস্যরা তার মেইল আইডি mohata.shrikant@gmail.com এ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টারগুলি বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
৬. ইমেল আইডি নিবন্ধন করার পদ্ধতি যদি আগে থেকে নিবন্ধিত না থাকে :
- ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ইমেল absconsultant99@gmail.com-এ ফোলিও নং, নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, স্ব-প্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি পাঠাতে হবে।
- ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন।
- বিকল্পভাবে সদস্যরা e-voting@nsdl.com-এ ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য এবং উল্লিখিত কোম্পানির ফর্ম নম্বরে ব্যবস্থা অনুযায়ী পাসওয়ার্ডগুলি বিস্তারিত পাঠিয়ে।
- যথাযথ যাচাইকরণের পরে কোম্পানি/এনএসডিএল তাদের লগইন শংসাপত্রগুলি তাদের ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।
৭. সদস্যরা তাদের কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে, শ্রীমতি ইন্দ্রানী রায়, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসারকে ankurmarketing85@gmail.com-এ জানাতে পারেন।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রানী রায়
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৫

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Improvement of illumination with LED street light at Children park at Gitanjali Park, Ambagan near Shyama Kali Mondir under Ward No. 25 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/58(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903322_1 • Est. Amt: Rs. 17,418.00

2) Name of the Work: Improvement of illumination with LED street light near Fuljhore Post Office under Ward No. 25 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/58(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903322_2 • Est. Amt: Rs. 28,794.00

3) Name of the Work: Installation of 4 nos street light with pole (mini High Mast) with replacement of faulty cable cable near B2-10 Quarter under Ward No.-23, Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No: WBDMC/W/58(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903322_3 • Est. Amt: Rs. 4,43,654.00

4) Name of the Work: Construction of water Canopy at Fuljhore Post Office, AC 276 Booth no. 100, Ward No. 25, Borough-03
e-Tender No: WBDMC/W/58(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903322_4 • Est. Amt: Rs. 1,79,146.00

5) Name of the Work: Installation of 2 nos. new mini High Musts (using 9 mtr. steel tubular pole) at (a) AmtalaBasti (b) near quarter no. B2-388 under Ward No. 23 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/61(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903370_1 • Est. Amt: Rs. 2,43,876.00

6) Name of the Work: Reconstruction of cement concrete road from B2 down to AmbedkarAnganwari School within ward No 23.
e-Tender No: WBDMC/W/61(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903370_2 • Est. Amt: Rs. 7,55,442.00

7) Name of the Work: Improvement of installation with 2 nos mini High Masts (using 9 mtr steel tubular pole), UG PVC Armoured cable & LED Street light fittings Shankarpur Bundh, Fuljhor under Ward No. 25 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No:WBDMC/W/66(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903950_1 • Est. Amt: Rs. 2,92,039.00

8)NameoftheWork: Improvement of installation with 2 nos mini High Masts (using 9 mtr steel tubular pole), UG PVC Armoured cable & LED Street light fittings at Kali Gore, Fuljhor under Ward No. 25 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/66(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903950_2 • Est. Amt: Rs. 2,28,076.00

9) Name of the Work: Construction of drain from Singh Niwas to Ichhegopal house Rabindrapally Fuljhore within Ward no. 25, under DMC
e-Tender No: WBDMC/W/66(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903950_3 • Est. Amt: Rs.1,91,455.00

10) Name of the Work: Repairing of roof and repairing of 01 no. class room at Fuljhore F.P. School within Ward No. 25
e-Tender No: WBDMC/W/66(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_903950_4 • Est. Amt: Rs. 2,64,277.00

11) Name of the Work: Construction of drain from Ushadevi house to Ashipandit house at Pardoi within Ward No. 25 under DMC.
e-Tender No: WBDMC/W/68(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_904331_1 • Est. Amt: Rs. 5,16,604.00

12) Name of the Work: Construction of Cement concrete road from Gopal Gorai house to Minati Siddiqui house Arranyak Society
e-TenderNo: WBDMC/W/68(APAS) of 25-26
TenderID: 2025_MAD_904331_2 • Est. Amt: Rs. 3,36,512.00

Last Date: **23.09.2025 upto 4:50 PM**

13) Name of the Work: Improvement of illumination with steel tubular pole, LED fitting LT/OH Un- armoured Cable at (a) Bidhan Park A1/2, Sector 1 (b) North Extension (c)4/14/1 Bidhan Park under Ward No. 25 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/69(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_904449_1 • Est. Amt: Rs. 1,33,390.00

2) Name of the Work: Repairing road by Cement Concrete of Bidhan Park Sector I and II from Dr. K. Bhattacharya to North Extension within Ward No. 25
e-Tender No: WBDMC/W/69(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_904449_2 • Est. Amt: Rs. 8,64,411.00

Last Date: **23.09.2025 upto 1:55PM**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
জিয়ন সিন্থেটিকস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	জিয়ন সিন্থেটিকস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	০৮.১০.১৯৮৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U17297WB1986PLC041374
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১২.০৯.২০২৫
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	হংসরাজ জারিয়া ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল : zeonsynvolliq@gmail.com মোবাইল : ৯৮৩১৬৪৮৬৫৪/৯৮৩৬৪০০৮৮৪ আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১২.১০.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জিয়ন সিন্থেটিকস লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১২.০৯.২০২৫।
জিয়ন সিন্থেটিকস লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১২.১০.২০২৫ তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ (হংসরাজ জারিয়া)
স্থান : কলকাতা লিকুইডেটর

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স গ্রিনস্টেট বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U45309WB2016PTC218096) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস জিন্দাল টাওয়ারস, ২১/১এ/৩ দরগা রোড, ব্লক বি, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০১, কলকাতা, পশিচমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭ সম্পর্কিত।

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরাডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কানপুর অধিক্ষেত্র অধীন ''উত্তরপ্রদেশ'' রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে'' স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

গ্রিনস্টেট বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
কানহাইয়া লাল
তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ (অতিরিক্ত ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন - ০৮৭১২০০৬

Bank of India BOI — বর্ধমান জোনাল অফিস
বৈঁক ऑफ़ इंडिया / Bank of India / Relationship beyond banking
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে এবং ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী জীবন সেন** (শ্রী সৈকত সেন, পিতা প্রয়াত জীবন সেন এর আইনি উত্তরাধিকারী ঋণগ্রহীতা প্রয়াত) এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি রানু সেন। খ) শাখা : **বিবেকানন্দ কলেজ মোড়।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : বনপাশ, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ৪৩০৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৫০২, পো : বনাপাশ, থানা : ভাতার, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, এরিয়া ০৫ শতক/ ০.০৫-একর জমি এবং ভবন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া লেন, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক; পশ্চিমে : ২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সুনীল খান এর ভবন।	ক) ১৫.০৯.২০২৫ খ) ২৪.০৪.২০২৫ গ) ১০,৭৪,৮৩৯.৮০ টাকা (দশ লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ উনচল্লিশ টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা
২	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সঞ্জীব দাস।** খ) শাখা : **বর্ধমান।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজ : বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮০/২, এলআর প্লট নং ৩৪২৬, এরিয়া ৯০০ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) শ্রেণি : বাস্তু, বর্ধমান পুরসভা অধীন, পো : শ্রীপল্লি, থানা এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : চিনু দাস এবং মুকুল চন্দ্র দাসের ভবন;দক্ষিণে : রূপাঞ্জলি দাস এর ভবন ; পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : খালি জমি।	ক) ১৫.০৯.২০২৫ খ) ০২.০৬.২০২৫ গ) ১৬,৯১,১৮৭.১৯ টাকা (ষোলো লাখ একানব্বই হাজার একশ সাতাশি টাকা এবং উনিশ পয়সা) টাকা

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫ স্থান : বর্ধমান — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: ''ঝিল মিল'', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র নোডাল অফিসার কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

ECOLINE EXIM LIMITED

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name "Ecoline Exim Private Limited" on July 12, 2008 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Deputy Registrar of Companies, West Bengal with CIN: U51900WB2008PTC127429. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting, held on July 01, 2024 and consequently the name of our Company was changed from "Ecoline Exim Private Limited" to "Ecoline Exim Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated July 26, 2024, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing CIN: U51900WB2008PLC127429.

Registered Office: 8, G.C. Ghosh Road, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Tel No: +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/; **CIN:** U51900WB2008PLC127429
Contact Person: Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: SUDARSHAN SARAOGI, SAURABH SARAOGI, SHRADHA SARAOGI, GUNJAL SARAOGI, SL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 54,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ECOLINE EXIM LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH OFFER OF 43,40,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH OFFER") AND AN OFFER FOR SALE OF 10,80,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SUDARSHAN SARAOGI; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SAURABH SARAOGI; 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ [●] LAKHS BY SHRADHA SARAOGI, 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ [●] LAKHS BY GUNJAL SARAOGI AND 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY S.L. COMMERCIAL PRIVATE LIMITED (COLLECTIVELY REFFERD AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") OUT OF WHICH 2,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION")

THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 51,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹[●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.09% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

*Subject to finalisation of basis of allotment.

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION –

Sr. No.	Name of selling shareholder	Type (promoter selling shareholder, investor etc.),	No. of Equity shares of face value of Rs. 10/-each of our Company offered/Amount in ₹ lakhs	Weighted average cost of acquisition per equity share*
1.	Sudarshan Saraogi	Promoter selling shareholder	Up to 2,50,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each of our Company aggregating to ₹ [●] lakhs	0.43
2.	Saurabh Saraogi	Promoter selling shareholder	Up to 2,50,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each of our Company aggregating to ₹ [●] lakhs	1.90
3.	Shradha Saraogi	Promoter selling shareholder	Up to 1,65,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each of our Company aggregating to ₹ [●] lakhs	1.44
4.	Gunjal Saraogi	Promoter selling shareholder	Up to 1,65,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each of our Company aggregating to ₹ [●] lakhs	0.71
5.	SL Commercial Private Limited	Promoter selling shareholder	Up to 2,50,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each of our Company aggregating to ₹ [●] lakhs	2.60

As certified by the Das & Prasad, Chartered Accountants, (Firm Registration No.: 0303054E pursuant to their Certificate dated August 04, 2025

PRICE BAND: RS. 134 TO RS. 141 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 13.4 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 14.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FINANCIAL YEAR 2024-25 AT THE FLOOR PRICE IS 11.51 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 12.11 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BID/OFFER PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025
BID/OFFER OPENS ON: TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025
BID/OFFER CLOSES ON: THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025^

^UPI mandate end time shall be at 5:00 p.m. on the Bid/ Offer date.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Incorporated in 2008, our Company is primarily engaged in manufacturing of wide range of sustainable packaging and promotional bags made out of cotton and jute. We are engaged in the export of these bags globally. During the Fiscal 2025, we exported our products to more than 27 countries. Our major export market is European Union, USA, Japan, and South East Asia and Mexico, etc. With the awakening of global market where more and more measures are being taken to reduce the use of plastics, we address to the alternate solution to use products which are sustainable, reusable and biodegradable, like bags made out of cotton or jute which are eco-friendly.

"THE OFFER IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE i.e. NSE EMERGE."

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NSE. FOR THE PURPOSE OF THE OFFER, THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE WILL BE NSE.

ALLOCATION OF THE OFFER

- **QIB PORTION:** NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET OFFER
- **NON-INSTITUTIONAL PORTION:** NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET OFFER
- **RETAIL PORTION:** NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET OFFER
- **MARKET MAKER PORTION:** UPTO 2,72,000 EQUITY SHARES OR 5.02% OF THE OFFER

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated September 16, 2025 the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the 'Basis for Offer Price' section beginning on page 103 of the Red Herring Prospectus vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in "'Basis for Offer Price' section beginning on page 103 of the Red Herring Prospectus and provided below in the advertisement.

RISKS TO INVESTORS

1. Risk to investors summary description of key risk factors based on materiality

- The global scope of our operations exposes us to risks of doing business in foreign countries, including the constantly changing economic, regulatory, social and political conditions in the jurisdictions in which we operate and seek to operate, which could adversely affect our business, financial condition and results of operations.
- Our business is vulnerable to variations in demand of cotton or jute bags, timely identification of evolving fashion trends and creating new designs. Changes in consumer preferences, could have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
- We do not have long term agreements for supply of our raw materials. If we are unable to procure raw materials of the required quality and quantity, at competitive prices, our business, results of operations and financial condition may be adversely affected. Majority of our raw materials are sourced from few key suppliers. Discontinuation of operations of such suppliers may adversely affect our ability to source raw materials at a competitive price.
- Our business is dependent on our manufacturing facilities and we are subject to certain related risks; Unplanned slowdowns, unscheduled shutdowns or prolonged disruptions in our manufacturing operations could have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- Our business is labour intensive and any unavailability or shortage of labour or any strikes, work stoppages, increased wage demands by workmen or changes in regulations governing hiring of labour may have an adverse impact on our cash flows and results of operations.
- Our plan to set up the proposed Factory V for manufacturing of bags along with additional weaving unit at Ahmedabad is subject to risks, including implementation delays, cost overruns, and substantial upfront capital expenditures before we realize any benefits.
- We rely on outsourcing a certain proportion of our production processes and activities to third-parties. Any inability to obtain sufficient quantities of processed material of the requisite quality in a timely manner and at acceptable prices, or a slowdown, shutdown or disruption in such third parties' operations and performance, could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
- We are dependent on certain key customers for a substantial portion of our revenues. Loss of relationship with any of these customers may have a material adverse effect on our profitability and results of operations.
- A SEBI order issued against one of our Promoter Group entity, which is currently untraceable, may, if adverse, have reputational or regulatory implications for our Company.
- If we are unable to estimate the demand of our products accurately and are unable to maintain an optimal level of inventory, our business, results of operations and financial condition may be adversely affected.
- Average Cost of Acquisition of Equity Shares held by the Promoters are:

Sr. No.	Name of the Promoter	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Sudarshan Saraogi	37,19,758	0.43
2.	Saurabh Saraogi	52,13,278	1.90
3.	Shradha Saraogi	17,61,480	1.44
4.	Gunjal Saraogi	14,54,460	0.71
5.	SL Commercial Private Limited	17,92,140	2.60

And the Offer Price at the Upper band of the Price Band is Rs. 141 Per Equity Share

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 12.11.
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024 and 2023 is 27.54%

2. Details of suitable ratios of the company for the latest full financial year:

Particulars	Current Market Price (₹)	Face Value(₹)	EPS(₹) Basic/Diluted	PE Ratio (times)	RONW (%)	Book Value (₹)	Total Income (in lakhs)
Ecoline Exim Limited	[●]*	10	11.64	[●]^	21.28%	54.68	27,306.76

Notes:
(i) There are no listed companies in India that are engaged in a business similar to that of our company.
(ii) The EPS, NAV, RoNW and total Income of our Company are taken as per Restated Financial Statement for the F Y. 2024- 25,
(iii) NAV per share is computed as the closing net worth divided by the weighted average number of paid-up equity shares as on March 31, 2025.
(iv) RoNW has been computed as net profit after tax divided by closing net worth.
(v) Net worth has been computed in the manner as specifies in Regulation 2(1) (hh) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018.
(vi) The face value of Equity Shares of our Company is ₹ 10/- per Equity Share and the Offer price is [●] times the face value of equity share.
*CMP of our Company is considered as Offer Price.
^to be included post finalisation of the Offer Price.

3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs:
As per restated financial statements:

Sr. No	Period	RoNW (%)	Weights
1	Financial Year 2022-2023	38.40%	1
2	Financial Year 2023-2024	31.50%	2
3	Financial Year 2024-2025	21.28%	3
	Weighted Average	**27.54%**	**6**

Note:
i. The RoNW has been computed by dividing net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/ period
ii. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/ Total of weights

4. Weighted Average Cost of Acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and 1 year preceding the date of the Red Herring Prospectus:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition	Upper Band of the Price Band is "X" times of the WACA	Range of Acquisition Price: Lowest Price - Highest Price (in Rs.)
Last one year/18 months/3 years preceding the date of the Red Herring Prospectus	Nil	Nil	Nil

5. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:

a. The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity / convertible securities)
There has been no issuance of Equity Shares, other than Equity Shares issued pursuant to a bonus issue on August 20, 2024 during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-Offer capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days. ("Primary Issue"):

b. The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity shares)
There have been no secondary sale/ acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group, Promoter selling shareholders or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts of shares), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-offer capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days. ("Secondary Transaction").

c. Since there are no such transactions to report to under (a) and (b) therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoter / Promoter Group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of our Company, are a party to the transaction), not older than 3 years prior to the date of this certificate irrespective of the size of transactions, is as below:

Primary Transactions:

Date of Allotment	No. of equity shares allotted	Face value	Issue Price per equity shares (₹)	Nature of Allotment	Nature of consideration	Total Consideration (in ₹ lakhs)
August 20, 2024	1,50,19,992	10/-	Nil	Bonus Issue in the ratio of 13:1	Other than cash	Nil

Secondary Transactions:

Date of Transfer	Name of transferor	Name of transferee	No. of equity shares allotted	Face Value	Issue Price per equity shares (₹)	Nature of Allotment	Nature of consideration	Total Consideration
April 01, 2022	M/s SG Venture	Saurabh Saraogi	1,11,100	10/-	10	Transfer of shares pursuant to dissolution of AOP SG Venture	Other than Cash	11,11,000
April 01, 2022	M/s Saraogi & Co.	Saurabh Saraogi	70,980	10/-	10	Transfer of shares pursuant to dissolution of AOP Saraogi & Co.)	Other than Cash	7,09,800
April 01, 2022	M/s Saraogi & Co.	Gunjal Saraogi	1,03,890	10/-	10	Transfer of shares pursuant to dissolution of AOP Saraogi & Co.	Other than Cash	10,38,900
April 01, 2022	M/s SS Associates	Sudarshan Saraogi (HUF)	70,000	10/-	10	Transfer of shares pursuant to dissolution of AOP SS Associates	Other than Cash	700,000

Continued on next page

Continued from previous page

d. Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 134)	Cap price (i.e. ₹ 141)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph 8(a) above.	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph 8(b) above.	NA^^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition for past 5 primary issuances/ secondary transaction as disclosed above	0.23	582.60 times	613.04 times

Note: *^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned in paragraph 8(a) above, in last 18 months from the date of this Red Herring Prospectus.*

^^There were no secondary transaction of shares as mentioned in paragraph 8(b) above, in last 18 months from the date of this Red Herring Prospectus.

The Offer price shall be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of demand from Investor for the Equity shares through Book Building process.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS:

Details of proposed/ undertaken pre-Offer placements from the DRHP filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: Not applicable

Shareholding of the Promoter/ Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-Offer shareholding as at the date of Advertisement		Post-Offer shareholding as at Allotment			
				At the lower end of the price band (₹ 134)		At the upper end of the price band (₹ 141)	
		Number of Equity Shares	Share Holding (in%)	Number of Equity Shares	Share holding (in%)	Number of Equity Shares	Share holding (in%)
Promoters							
1.	Sudarshan Saraogi^	37,19,758	23	34,69,758	16.91	34,69,758	16.91
2.	Saurabh Saraogi^	52,13,278	32.23	49,63,278	24.19	49,63,278	24.19
3.	Shradha Saraogi^	17,61,480	10.89	15,96,480	7.78	15,96,480	7.78
4.	Gunjal Saraogi^	14,54,460	8.99	12,89,460	6.29	12,89,460	6.29
5.	SL Commercial Private Limited^	17,92,140	11.08	15,42,140	7.52	15,42,140	7.52
	Sub Total (A)	**1,39,41,116**	**86.19**	**1,28,61,116**	**62.69**	**1,28,61,116**	**62.69**
Promoter Group							
6.	Sudarshan Saraogi (HUF)	12,97,100	8.02	12,97,100	6.32	12,97,100	6.32
7.	Saurabh Saraogi (HUF)	5,23,600	3.24	5,23,600	2.55	5,23,600	2.55
8.	Aadya Saraogi Benefit Trust	2,45,140	1.52	2,45,140	1.19	2,45,140	1.19
9.	Sriya Saraogi Benefit Trust	1,68,140	1.04	1,68,140	0.82	1,68,140	0.82
10.	Aryashi Saraogi Benefit Trust	140	Negligible	140	0.00	140	0.00
11.	Shaurya Vardhan Saraogi Benefit Trust	140	Negligible	140	0.00	140	0.00
	Sub Total (B)	**22,34,260**	**13.81**	**22,34,260**	**10.89**	**22,34,260**	**10.89**
Additional Top 10 Shareholders							
Nil							
	Total (A+B)	**1,61,75,376**	**100**	**1,50,95,376**	73.58	**1,50,95,376**	73.58

Notes:
1) Includes all options that have been exercised until the date of the prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-Offer and price band advertisement until the date of the prospectus.
2) Based on the Offer price of ₹[●] and subject to finalization of the basis of allotment.
3) Assuming full subscription in the offer. The post-Offer shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final Offer price and updated in the prospectus, subject to the finalization of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment if any such transfers occur prior to the date of the prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the Prospectus.

BASIS FOR OFFER PRICE

*The **"Basis of the Offer price"** on page 103 of the Offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM or scan the given QR code for the **"Basis for Offer Price"** updated with the above price band.*

INDICATIVE TIMELINE FOR THE OFFER

Our Company may in consultation with the BRLM, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Offer Closing Date i.e. Thursday, September 25, 2025)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – Upto 5 pm on **Thursday, September 25, 2025.** Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) – Upto 4 pm on **Thursday, September 25, 2025.** Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications) – Upto 3 pm on **Thursday, September 25, 2025.**
	Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on **Thursday, September 25, 2025.** Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 pm on **Thursday, September 25, 2025** and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on **Thursday, September 25, 2025**
Bid Modification	From Offer opening date up to 4 pm on **Thursday, September 25, 2025.**
Validation of bid details with depositories	From Offer opening date up to 5 pm on **Thursday, September 25, 2025.**
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges –Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs** – Issuer Banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when.
UPI Mandate acceptance time	**Thursday, September 25, 2025– 5 pm**
Offer Closure T day	**Thursday, September 25, 2025–** 4 pm for Individual, QIB and NII categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before 9:30 AM on **Friday, September 26, 2025.**
Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed before 1 pm on **Friday, September 26, 2025.**
Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	Before 09:30 pm on **Thursday, September 25, 2025.** All SCSBs for Direct ASBA – Before 07:30 pm on **Thursday, September 25, 2025** Syndicate ASBA - Before 07:30 pm on **Thursday, September 25, 2025**
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on **Friday, September 26, 2025.**
Approval of basis by Stock Exchange	Before 9 pm on **Friday, September 26, 2025.**
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Initiation not later than 09:30 am on **Monday, September 29, 2025;** Completion before 2 pm on **Monday, September 29, 2025** for fund transfer; Completion before 4 pm on **Monday, September 29, 2025** for unblocking.
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before 2 pm on **Monday, September 29, 2025** Completion before 6 pm on **Monday, September 29, 2025**
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before 7:30 pm on **Monday, September 29, 2025**
Publish allotment advertisement	On website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before 9 pm on **Monday, September 29, 2025**. In newspapers – On **Tuesday, September 30, 2025** day but not later than **Wednesday, October 01, 2025.**
Trading starts T+3 day	Trading starts **Tuesday, September 30, 2025**

*** PSPs/TPAPs=Payment Service Providers/Third party application providers.*

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

Bid/Offer Period (except the Bid/Offer Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	*Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (Indian Standard Time ("IST")*
Bid/Offer Closing Date* (i.e. Thursday, September 25, 2025))	
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For Individual Investors other than QIBs and Non-Institutional Investors	*Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST*
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications)	*Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST*
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non- Individual Applications)	*Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST*
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	*Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST*
Submission of Physical Applications (Applications of QIBs and Non-Institutional Investors)	*Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST*
Modification/ Revision/cancellation of Bids	
Upward Revision of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors categories#	*Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date*

**UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date*

#Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids. On the Bid/Offer Closing Date, the Bids shall be uploaded until: 4.00 p.m. IST in case of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors.

Event	*Indicative Dates*
Bid/ Offer Opening Date	*Tuesday, September 23, 2025*
Bid/ Offer Closing Date	*Thursday, September 25, 2025*
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	*Friday, September 26, 2025*
Initiation of Allotment/ Refunds/ Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI Id Linked Bank Account (T+2)	*Monday, September 29, 2025*
Credit of Equity Shares to Demat Accounts of Allottees (T+2)	*Monday, September 29, 2025*
Commencement of Trading of The Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	*Tuesday, September 30, 2025*

ASBA*	***Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!***	****Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.***	***Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted***

UPI – Now available in ASBA for Individual investors and Non-Institutional investor applying for amount up to ₹5,00,000/- applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. UPI Bidder also have the option to submit the Application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank Account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, issued by the CBDT and the subsequent press release, including press release dated June 25, 2021 and September 17, 2021 and CBDT circular no. 7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 295 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Kotak Mahindra Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

*The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 252 of SEBI ICDR Regulations, 2018, the Offer is being made for at least 25% of the post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company. The Offer is being made under Regulation 229(2) of Chapter IX of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 via book building process wherein not more than 50% of the net Offer shall be allocated on a proportionate basis to QIBs, provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations, of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors (out of which one third shall be reserved for applicants with an application size of more than two lots and upto such lots equivalent to not more ₹10,00,000 and two-thirds shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10,00,000) and not less than 35% of the net Offer shall be available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in the Offer only through the ASBA process. ASBA Bidders must provide either (i) the bank account details and authorization to block funds in the ASBA Form, or (ii) the UPI ID, as applicable, in the relevant space provided in the ASBA Form. The ASBA Forms that do not contain such details are liable to be rejected. Applications made by the Individual Investors using third party bank account or using third party linked bank account UPI ID are liable for rejection. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. ASBA Bidders shall ensure that the Bids are made on ASBA Forms bearing the stamp of the relevant Designated Intermediary, submitted at the relevant Bidding Centres only (except in case of electronic ASBA Forms) and the ASBA Forms not bearing such specified stamp are liable to be rejected. For details, see **"Offer Procedure"** beginning on page 295 of the Red Herring Prospectus.*

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 159 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 341 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of Red Herring Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs. 21,00,00,000/- (Rupees Twenty-one Crores Only) divided into 2,10,00,000 (Two crore and ten lakhs) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Offer is Rs. 16,17,53,760 /- (Rs. Sixteen crores Seventeen Lakhs and Fifty-three thousand and seven hundred and sixty Only) divided into 1,61,75,376 (One Crore sixty-one lakh and seventy-five thousand and three hundred and Seventy-six Only) Equity Shares of face value Rs.10 each. For details of the Capital Structure, see **"Capital Structure"** on the page 75 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Saurabh Saraogi - 4,000 equity shares, Shankar Lal Saraogi - 4,000 equity shares and Sudarshan Saraogi- 4,000 equity shares, aggregating to 12,000 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 159 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see ***"Capital Structure"*** on page 75 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE Emerge. Our Company has received an 'in-principle' approval from the National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as NSE) for the listing of the Equity Shares pursuant to letter Ref.: NSE/LIST/5856 dated September 08, 2025. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted for registration to the ROC on September 16, 2025 and the Prospectus shall be filed with the ROC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 272 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE'."

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 34 of the Red Herring Prospectus.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue has handled 67 Public Issues in the past three years, out of which 2 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	65	2 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER

Hem Securities

HEM SECURITIES LIMITED
Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India
Tel No.: +91-22-49060000
Email: ib@hemsecurities.com
Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com
Website: www.hemsecurities.com
Contact Person: Roshni Lahoti
SEBI Reg. No.: INM000010981
CIN: U67120RJ1995PLC010390

REGISTRAR TO THE OFFER

MUFG MUFG Intime

MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
(Formerly known as Link Intime India Private Limited)
C-101, 1st Floor, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli, (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 810 811 4949;
Investor Grievance Email: ecolineexim.smeipo@in.mpms.mufg.com
Website: www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopal Krishnan
SEBI Registration No.: INR000004058
CIN: U67190MH1999PTC118368

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

ecoline

Sonum Jain
ECOLINE EXIM LIMITED
8, G.C. Ghosh Road, Kolkata, West Bengal, India, 700048 ; **Tel No:** +91-89101-00252;
E-mail: cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/; **CIN:** U51900WB2008PLC127429

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the offer in case of any pre-Offer or post-offer related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non- receipt of funds by electronic mode, etc. For all offer related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLMS.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www. sebi.gov.in, website of the Company at https://ecoline.net.in/offer-documents/, the website of the BRLM to the Offer at www.hemsecurities.com, the website of NSE at www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and NSE at https://ecoline.net.in/offer-documents/, www.hemsecurities.com and www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, respectively.

SYNDICATE MEMBER: Hem Finlease Private Limited

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Ecoline Exim Limited, Telephone: +91-89101-00252; BRLM: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-141-4051000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

BANKER TO THE OFFER/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Kotak Mahindra Bank Limited.

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
Ecoline Exim Limited
Sd/-
Sonum Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: September 16, 2025

Disclaimer- Ecoline Exim Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 16, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 34 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"***) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

একদিন ঘুরে ট্যুরে

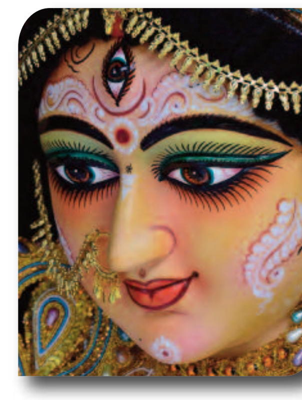

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খোঁজে

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

সুন্দর বন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গেউয়া,গরাণ, জীবন বিজ্ঞানে পড়া শ্বাস- মূল,জরায়ূজঅঙ্কুরোদগম্ ইত্যাদি স্মৃতি হাতরাতে হাতরাতে একদিন সুন্দর বনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকাল ধরে ক্যানিং রেল স্টেশন। সেখান থেকে ছোটো গাড়ি কিংবা দলে লোকসংখ্যা বেশী হলে ষোল সিটের ট্রাভেলার করে গদখালীতে বিদ্যানদির লঞ্চ ঘাটে পৌঁছানো যায় । সেখান থেকে ছোটো বেলায় বইতে পড়া, অনেক গল্প শোনা, পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেশে যাত্রা শুরু। একদিকে দুর্গাদোয়ানী নদী এবং একদিকে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে সুন্দর বনের দিকে এগিয়ে চললাম। সজনে খালি থেকে নদি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে দত্তরিভার ও বিদ্যাধরী নদী বাংলাদেশ অভিমুখে চলে গেছে। গদখালী থেকে সজনে খালি যাওয়ার পথে দু'ধারে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ অরণ্য। আমরা যে লঞ্চ ভাড়া করে সুন্দর বনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি, তাতে*প্রাতঃরাশ এবং দুপুরের আহারের ব্যবস্থা হয়। আমাদের গন্তব্য রজত জুবিলি ১১ নম্বর পাথর পাড়াতে সবুজ দ্বিপ লজ। সেখানে*আমাদের রাত্রি বাসের ব্যবস্থা হয়। গদখালী থেকে কিছুদূর পরে গোসাবা অঞ্চল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজরিত স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলো। সেখানে অল্প কিছু সময় কাটিয়ে চল্লাম সুন্দর বনের গহন অরণ্যের দিকে। চারিদিকে জল আর জল, বামদিকে বাংলাদেশ। মনে হয় দিগন্ত বিস্তৃত শুধু জলরাশি। আমরা মন প্রাণ ভরে লঞ্চে বসে তা উপভোগ করলাম। খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থাই লঞ্চে। তাই অন্য কোনো চাপ নেই। সুন্দর বনের পার ঘেঁষে আমাদের লঞ্চ এগিয়ে চললো, আর আমরা সকলে চারিদিকে নজর রাখছি সুন্দর বনের কোনো জন্তু জানোয়ার দেখা যায় কিনা। বিশেষ করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

দ্বিতীয় দিনের শুরু সকালে চা-বিস্কুট দিয়ে, সকাল ৭-০০ টায়। লঞ্চ যাত্রা শুরু সকাল ৭-৫০ মিনিটে। প্রচন্ড কুয়াশায় ঢাকা আকাশ। এতো কুয়াশা যে, এক মিটার দূরের জিনিস দেখা দেখা যাচ্ছে না।ধীরে ধীরে সজনেখালির উদ্দেশ্যে আমাদের লঞ্চ কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে চললো। ১০ টায় পৌঁছালাম সজনে খালি। সজনেখালিতে রয়েছে ম্যানগ্রোভ ইনটারপ্রিটেশন সেন্টার। ওয়াচ টাওয়ার থেকে সুন্দরবনের চমৎকার ভিউ দেখা গেলো। সুন্দরবন ভ্রমণে প্রত্যেকের একটা প্রত্যাশা থাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখার। এখনো সেই আশা পূর্ণ হয়নি। এখানে কুমির এবং কচ্ছপ পার্ক রয়েছে। ছোটবেলা থেকে বইতে পড়া সুন্দরী, গেউয়া,গরান অধুষ্যিত সুন্দরবনে পা রেখে চাক্ষুষ করলাম সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল। জোয়ারের সময় বনের ভিতরে জল ঢুকে যায়। আবার বিকালে ভাটার সময় জল নদীতে নেমে আসে। জোয়ারের সময় নদীর দু-পারকে প্লাবিত করে। নদীর একপাশে গভীর অরণ্য, অপর পারে জনবসতি।

সুধন্যখালি খাল দিয়ে বনবিবি ভারানির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। গাজিখালি থেকে চোরা খালি দিয়ে দোবাঁকি ক্যাম্প যাবো। ৩-০০ টের সময় দোবাঁকি ক্যাম্পে পৌঁছাই। সেখানে ভ্রমনার্থীদের জন্য তার দিয়ে ঘেরা উরাল পুল দিয়ে ওয়াচ টাওয়ারে যাই। সেখানে একটি পুকুর এবং তাতে জল খেতে আসা, হরিণের দেখা মেলে।

বিদ্যাধরী, হিরোভাঙা, দোবাকি, মাতলা, গাজিখালি এই পাঁচটি নদী মোহনায় মিলিত হয়েছে। মোহনায় যাওয়ার পথে নদী পারের জঙ্গলে দেখা মিললো কুমীর, হরিন, বন শুয়োর, পাখি ইত্যাদি পশু পাখির। কিন্তু দেখা মিললো না রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। সকল পর্যটকদের আশা থাকে একবার রয়েল বেঙ্গল টাইগার চাক্ষুষ করার। রাতে আমাদের লজেই ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় আদিবাসী শিল্পীদের দ্বারা নৃত্যানুষ্ঠান। তাদের সাথে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গীনীরাও। এক কথায় অনবদ্য সন্ধ্যা কাটালাম।

তৃতীয় দিন সকাল ৮-০০ টায় হোটেল ছেড়ে লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চ ছাড়লো সকাল ৮-১৮ মিনিটে। ৯-৩৭ মিনিটে পাখীরালা পৌঁছালাম।১২-৩০ এ গদখালী এবং ১২-৩৫ মিনিটে বাসে ক্যানিং রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। বাসন্তী নদীর উপর হোগল ব্রীজ। মাতলা নদীর উপর মাতলা ব্রীজ পার হয়ে ক্যানিং পৌঁছালাম ১-২৫ মিনিটে। ১-৫০ ক্যানিং-শিয়ালদহ লোকালে শিয়ালদহ। এক অনাবিল আনন্দের মধ্যে, শুধু রয়েল বেঙ্গল টাইগার না দেখার অতৃপ্তি নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলাম।

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ক্যানিং স্টেশন। সেখান থেকে। বাসে কিংবা চার চাকার গাড়ী করে গদখালী। তারপর লঞ্চ করে নদী পথে সুন্দর বন।

যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে থাকার জন্য লজ্ আছে। আমরা ছিলাম পাথর পাড়া সবুজ দ্বিপ লজে। শুধু রাত কাটানো। বাকী সময় লঞ্চেই কেটে যাবে। এছাড়া পাখীরালাতে থাকার ব্যবস্থা আছে।

বছরের যেকোনো সময় সুন্দর বন ভ্রমণ করা যায়। তবে বর্তমানে এপ্রিল, মে মাসে যে গরম পরছে, সে সময় না যাওয়াই ভালো।

ক্যানিং থেকে গাড়ী ভাড়া, লঞ্চ ভাড়া,লজ ভাড়া সহ খাওয়াদাওয়া, পুরোটাই যেকোনো ভালো ট্যুরিষ্ট কোম্পানির সাথে চুক্তি করে নিশ্চিন্তে ঘোড়া যায়।

ঘুরে আসুন পাঞ্চেত পাহাড়

ডাঃ শামসুল হক

হাতে এক দুদিন সময় মিললেই ঘুরে আসা যেতে পারে পুরুলিয়ার অতি পরিচিত পাঞ্চেত পাহাড়ে। সেখানকার সুউচ্চ পাহাড় এবং সেইসঙ্গে তার ই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নির্মল প্রকৃতির মোহময় সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই কেটে যাবে অনেকটা সময় এবং অচেনার আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে সমগ্র মনপ্রাণও। কলকাতা সহ রাজ্যের যেকোনো জায়গা থেকে সেখানে পৌছানোও অত্যন্ত সহজসাধ্য বলে ইচ্ছে হলেই পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে সেখানে। খরচ খুব বেশি নয় বলে ভ্রমণ রসিক মানুষজনদের কাছে পাঞ্চেত পাহাড় আদর্শ একটা স্থান হিসেবে পরিচিত হতেও বাধ্য।

দামোদর নদীর তীরবর্তী সেই স্থান পাঞ্চেত পাহাড় বলে পরিচিত হলেও স্থানীয়ভাবে সেটা কিন্তু পরিচিত পঞ্চকোট পাহাড় নামেই। দেড় হাজার ফুটের ও বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট সেই পাহাড়ের শীর্ষাদেশে চোখ পড়লে উদাস হয়ে উঠতে বাধ্য সমগ্র মনপ্রাণও। শুধু তাই নয়, তারই কাছাকাছি থাকা পাঞ্চেতয় বাঁধ ও অতি আকর্ষণীয় একটা জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে সকলের কাছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন দ্বারা নির্মিত ১৯৫৯ সালে তৈরি সেই বাঁধের উচ্চতাও দেড় শত ফুটের কাছাকাছি। বন্যা প্রতিরোধ এবং চাষের কাজের বিশেষ সুবিধার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল সেই বাঁধের।

কলকল ছলছল বেগে প্রবাহমান সেই দামোদর নদী এবং তারই দুই তীরে বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের বনস্পতির সমাহারে সমৃদ্ধ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সৌভাগ্য ও মিলবে সেখানে। আছে হরেক প্রজাতির গাছগাছালি এবং অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে মেলে হরেক ধরণের পাখির কিচিরমিচির আওয়াজও।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। পাঞ্চেত পাহাড়ে পা রাখলে দেখা মিলবে পাঞ্চেত রাজাদের পুরাতন প্রাসাদও । অবশ্য সবই এখন ধ্বংসের মুখে। কিন্তু তবুও যেটুকু আছে তার আকর্ষণ ও কম নয়। দেখা মিলবে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং কিছু প্রাচীন মন্দিরও। দেখা যাবে পঞ্চরত্ন টেরাকোটা মন্দির এবং রাস মন্দিরও। শোন যায় বর্গীদের আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁরা সেখানে বহাল তবিয়তেই ছিলেন। শক্তিশালী হিসেবে তাঁর পরিচিত তো ছিলেনই। ছিলেন ভীষণ সেবা পরায়ণও ।

পাঞ্চেত পাহাড় বা বাঁধে পৌঁছানো তেমন একটা কষ্ট সাধ্য ও নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলে অতি নিশ্চিন্তে পৌঁছানো সম্ভব আদ্রা স্টেশনে । সেখান থেকে আবার পাঞ্চেত যাওয়ার জন্য আছে উপযুক্ত ব্যবস্থাও। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে বরাকর স্টেশন থেকেও পৌঁছান যায় সেখানে। আসানসোলের খুব কাছে বলে পর্যটকরা নিজেদের সুবিধামত পথ বেছে নিয়েই হাজির হবেন সেখানে। পাঞ্চেত যাওয়ার জন্য কলকাতা থেকে সরাসরি বাস যোগাযোগও আছে।

থিমে সামাজ সচেতনতার বার্তা গোলাঘাটা-দক্ষিণদাঁড়ির

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার বিখ্যাত পুজো শ্রীভূমির প্যান্ডেল দেখতে উল্টোডাঙা থেকে বাগুইআটির দিকে এগোলে আশেপাশে নজরে পড়বে দু-দুটো পুজো। শ্রীভূমির মতো অতো জাঁকজমক বা আলোর রোশনাই নেই হয়তো এই সব পুজোয় তবে পুজো উদ্যোক্তাদের থিম আপনাকে আকৃষ্ট করবে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়। থিমের পুজো মধ্যে দিয়ে সাধারণত পুজো উদ্যোক্তারা প্রায়শই সমাজের কাছে এক সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে চান। আর এই কাজটাই ২০২৫-এর দুর্গাপুজোয় করে দেখাচ্ছে দক্ষিণদাঁড়ির ইয়ুথস আর গোলাঘাটা সম্মিলনী।

এই পুজোর থিম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলিউডের কথা মনে পড়ে গেল। ২০২০ সালের হিন্দি সিনেমার জগতে আলোড়ন ফেলেছিল দীপিকা পাড়ুকোনের 'ছপাক'। বাস্তবে একজন অ্যাসিড আক্রান্তের অবস্থা কী হয়, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ওই সিনেমায়। এ বার ওই যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠছে দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ুথসের পুজোয়। অ্যাসিড আক্রান্তকে জীবনে ঠিক কতটা কঠিন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়, সেই ছবি থিমের মাধ্যমে তুল ধরেছে দমদম দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ুথস। ২০২৫-এ ২৫ বছরে পা রাখতে চলা দক্ষিণদাঁড়ির ইয়ুথসের থিম 'দহন'।

আর এখানেই পুজো উদ্যোক্তারা প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন, আদৌ কি নারী স্বাধীনতা বলে এই সমাজে কিছু আছে কি না তা নিয়ে। কারণ, দেশের নানা প্রান্তে নারীদের উপর অত্যাচার হয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজের চেতনাকে জাগ্রত করতেই এই অভিনব থিমের ভাবনা।

দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ুথসের এই থিম তুলে ধরছে নারী জীবনের কঠোর সংগ্রামের কথা। আর এই ঘটনা যে কতটা বাস্তব তা বোঝাতে মণ্ডপে উপস্থিত থাকবেন প্রায় ৭০ জন মহিলা। এঁদের মধ্যে ৫-৬ জন অ্যাসিডে আক্রান্ত। মণ্ডপের ভিতরে দর্শনার্থীদের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝানো হবে এক নারীর দুর্বিষহ জীবনযুদ্ধের কাহিনী। দেবীর মূর্তির মধ্যেও থাকছে থিমের ছোঁয়া। মণ্ডপের একদম মাঝে রাখা হচ্ছে মাতৃমূর্তি।

'ব্রেক ফেল' শুধু গাড়িতেই হয় না জীবনেও হয়'। অবাক হলেন তো শুনে। এই কথাটা যে কতখানি সত্যি তার উত্তর খুঁজে পেতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে দমদম গোলাঘাটা সম্মিলনীর দুর্গাপুজো। বিয়ে মানে সাত পাকে বাঁধা, হাতে হাত রেখে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি বহন করার চিরকালীন এক রীতি। কিন্তু সেখানে যদি কোনও কারণে কোনও সমস্যা তৈরি হয় তাহলে? বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। তবে এই বিবাহ বিচ্ছেদ শুধু দু'টি মানুষের মধ্যে যে ঘটে তা নয়, ঘটে দুই পরিবারের মধ্যেও। কারণ, সাত পাকে আপাত ভাবে বর-কনে বিবাহ বন্ধনে আবদেধ হলেও এই বাঁধনে জড়িয়ে যায় দুটি পরিবারও। আর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সেখানেও পড়ে তার স্পষ্ট

এক প্রভাব। এখন প্রশ্ন হল এই বিবাহবিচ্ছেদের প্রভাব সবার বেশি কার উপর পড়ে তা নিয়েই। এই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রভাব আদতে যাঁরা বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের ওপর তেমন পড়ে না, ঠিক যতটা পড়ে তাঁদের সন্তানের ওপর। আর তা ফুটিয়ে তুলতেই মণ্ডপ জুড়ে নারী, পুরুষ আর সন্তানের মাটির পুতুল তৈরি হচ্ছে গোলাঘাটা সম্মিলনীর মণ্ডপে। আর এই সব মূর্তির মধ্যেই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদের জেরে মনের ভিতরের যন্ত্রণাকে। যার শিকার ওই খুদে শিশুগুলো। তাদের সামনে বাবা-মায়ের লড়াই চললেও তাদের মনের যন্ত্রণা ব্যক্ত করার ভাষা নেই। অসহায় এক অবস্থা। কার পাশে দাঁড়াবে তা বোঝাও কঠিন হয়ে পড়ে তাদের কাছে। এমনকী এই সন্তানদের নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে শুরু হয় আইনি দড়ি টানাটানির খেলাও। আর এমনটা যদি ভাবা হয় তারা কিছুই বোঝে না তাহলে আপনি-ই সবথেকে বড় ভুল করছেন। খুব বুঝতে পারে মা-বাবার মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবকে। হয়তো অনেক সময় তার কারণও জানে তারা। কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা? আর এখানেই পুজো উদ্যোক্তাদের বার্তা, 'হাতে হাত রেকে যেখানে সম্পর্কের শুরু, তা যেন কখনোই ব্রেক না হয়।' ছোট্ট এক বার্তা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সমাজে পারিবারিক ভাঙন ঠেকানোর জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৫-এ ৪৭তম বর্ষে পা রাখছে গোলাঘাটা সম্মিলনীর এই পুজো। শিল্পী মানস রায়ের হাতে সেজে উঠছে পুজো মণ্ডপ।প্রতিমার রূপদান করছেন দীপেন মণ্ডল। মণ্ডপ জুড়ে থাকছে পোস্টার, সেই পোস্টারের তুলির টান এখন প্রায় শেষ লগ্নে। এ বার অপেক্ষা দর্শনার্থীদের। শ্রীভূমি, লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ, দমদম ভারতচক্র বা তরুণদলের পুজো যেমন দেখবেন তার সঙ্গে অবশ্যই এ বারের পুজোয় প্যান্ডেল হপিংয়ের লিস্টে যেন থাকে দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ুথস ও দমদম গোলাঘাটা সম্মিলনীর নাম।

সাগরপাড়ে অঞ্জলী

শুভজিৎ বসাক

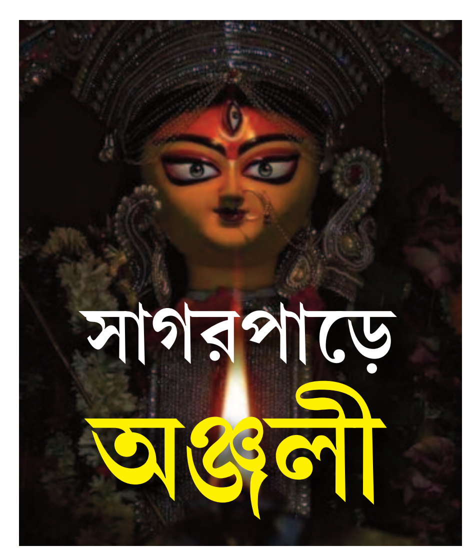

বছর দশেক আগের কথা। দীপ্ত পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পড়তে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সুযোগ পায়। সারাদিন রোগীর ভিড়ে খাওয়ার সময়টুকু পেতো না। দীপ্ত খেতে খুব ভালবাসে। হোস্টেলে ফিরে যখন খাবার খেতো সেই এক ঝোল, ডাল, ভাত আর সব্জি যেন তার আর মুখে রুচতো না। এদিকে বিকেলটা একটু গড়াতে না গড়াতেই ইমার্জেন্সী, আইসিইউ, ওটি সব জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডিউটি পড়ত। আর এত পরপর ডিউটি করে এসে রাতে যে বাইরে বেরিয়ে একটু ভালোমন্দ খাবে সেই ইচ্ছা আর থাকতো না। তার মত বাকিদেরও একই দশা হতো।

একদিন কোনও কারণে দুপুরের দিকে একটু বাইরেটা বেরোনোর সুযোগ হল। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেল যে এক জায়গায় লম্বা লাইন দিয়ে বসিয়ে খিচুড়ি আর সব্জি খাওয়ানো হচ্ছে। হাসপাতালের পাশে একটা কলোনী আছে, সেখানে বেলার দিকে পাশের এক মন্দির থেকে নিয়ম করে খিচুড়ি আর সব্জি আসে আর তাতে ভাগ বসায় ওখানে যাতায়াত করা মানুষ থেকে অনেকেই। এই নিয়ে কোনও অসুবিধা হয় না, বরং সবাই মিলে খাওয়ার একটা সাক্ষী থাকে শহরতলির এই অঞ্চলটা। কথাগুলো আগে শুনেছিল দীপ্ত, আজ দেখল। প্রতিদিন একই খাবার খেতে খেতে মুখে স্বাদ প্রায় নেই বললেই চলে। আজ সেও খিচুড়ি নিয়ে খেল। মুখে দিতেই তার স্বাদ যেন রুচি ফিরিয়ে আনল। এরপরে চেয়ে নিল আরেকবার তবে সেটা পরিমাণে খুবই অল্প।

এভাবে সে নিজের কাজ সেরে প্রায়ই খিচুড়ি খাওয়ার লোভে 'একটু আসছি' বলে বেরিয়ে আসে। কেউ এত ভিড়ের মধ্যে খেয়ালও করে না যে কে আসছে আর কে খাচ্ছে। একদিন তার ব্যাচমেট কলতান তার পিছু নিল বিষয়টা জানবার জন্য। সে তো দৃশ্য দেখে রীতিমত অবাক বনে গেল। দীপ্ত তার একটা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া জামা আর মাথায় টুপি পরে সেই ভিড়ে বসে খিচুড়ি খেল। এরপরে দীপ্ত হোস্টেলে ফিরতে কলতান তাকে বিষয়টা উল্লেখ করে এমন আচরণের কারণ জানতে চাইলে সে উত্তর দিল, 'দেখ ভাই, বাড়ি ছেড়ে এতদূরে পড়তে এসে কাজ করেই জীবন চলে যাচ্ছে। খাওয়ার সময়ও পাই না, পেলেও একই খাবার ভালোও লাগে না। তাই স্বাদ বদলের জন্য সেখানে গিয়ে খাই, তুইও একদিন চল, ওর স্বাদ দারুণ লাগবে। আর হাসপাতালে তো লোকাল অনেকেরই চিকিৎসা করি তাই আমাকে সহজে যেন কেউ চিনতে না পারে সেজন্য ঐরকম বেশভূষা দিয়ে যাই। চল, তোরও বেশ ভালো লাগবে।' কথা শুনে কলতান বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এরপরের দিন কলতানও কথামত গেল তার সাথে। গিয়ে সেই খাবারের স্বাদের ভাগ নিল। চোখ বুজে তার স্বাদ গ্রহণ করার সময়ে মায়ের হাতের ভোগের খিচুড়ির কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন পরে এমন খাবারের স্বাদ নিল। দীপ্ত বলে উঠল, 'কি, বলেছিলাম তো ভালো লাগবে?' উত্তরে সম্মতিবাচক ইঙ্গিত পেয়ে এরপরে খাবারের দিকে মন দিল আবার দু'জনে। সেদিনের পর থেকে ওরা এখানে একসাথে প্রায়ই আসত। একদিন কলতান দীপ্তকে বলল, 'ভাই, তুই আগে যা। আমি ওয়ার্ডে রোগীর চাপটা সামলে একটু পরেই আসছি।' দীপ্ত চলে গেল। সেদিন খাবারের গাড়ি এল দেরি করে। কলতান সেই একই ফ্যাকাশে জামা আর টুপি পরে গিয়েছিল। সামনে শালপাতা নিয়ে বসে আছে। হঠাৎ তাকে দেখে একজন বলে উঠল, 'আরে, ডাক্তারবাবু যে! আপনি এসেছেন আমাদের এখানে! কি সৌভাগ্য আমাদের!' দীপ্তের মুখটা দেখার মত হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝল কোনও রোগী বা সেই পরিবারের কেউ তাকে ঠিকই চিনে ফেলেছে। অনেকেই তাকিয়ে থাকল তার দিকে। সেসব না দেখেই লোকটা যে খিচুড়ি দিচ্ছিল তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'এই এইদিকে বেশি করে আরেকটু দিবি, আমাদের ডাক্তারবাবু ইনি। কম যেন না হয়'। তারপরে কি মনে হল, নিজেই খিচুড়ির জায়গা কেড়ে নিয়ে দীপ্তের পাতে দিতে দিতে বলল, 'আরও লাগলে চেয়ে নেবেন, কোনও লজ্জা করবেন না। আপনি আমাদের জন্য যা করেন তার বিনিময়ে এটুকু সৌভাগ্য না হলে আপনাদের জন্য কিছুই করার সুযোগ হয় না। খান, ডাক্তারবাবু, খেয়ে নিন।' কলতান দূর থেকে সবই দেখছিল। দীপ্ত তাকেই যেন বহুবার খুঁজেও না পেয়ে খাবারে মন দিল। শেষের কথাগুলো তো লোকটা ভুল বলেনি। শেষে পাত ফাঁকা করে উঠে এল। সেদিন হোস্টেলে আসতে কলতান বিষয়টা নিয়ে একটু হাসাহাসি করল। রোগের ফাঁকে একটু নিখাদ মজা পেয়ে দীপ্তও বেশ হালকা অনুভব করল।

আজ মহাষ্টমী। এদিন মা দুর্গাকে অঞ্জলী দিয়ে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ার নিয়ম বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এখন টেক্সাসে থাকে ডাক্তার দীপ্ত। ফোনটা বেজে উঠতে ভেসে উঠল কলতানের নাম। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব এখনও অমলিন ভাবে রয়েছে। কলতান কলকাতাতে ডাক্তারি করে কিন্তু এই দিনটা এলে সেই খিচুড়ি খাওয়ার মুহুর্ত মনে করিয়ে আজও মজা ভাগ করে নেয় দু'জনেই, এতে স্মৃতিটা আরও মজবুত হয়। ফোন ধরেই দীপ্ত বলল, 'জানি তো রে ব্যাটা, আমার পিছনে লাগতে ফোন করেছিস তাই না?' বলেই দু'জনে হাসতে থাকে। টেক্সাসে পুজোর কোনও গন্ধ নেই। হাসতে হাসতে চোখ বেয়ে জল নেমে আসে দীপ্তের, কলতানের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে বাঙালি সত্ত্বার প্রতি বেঁচে থাকা আবেগটা অঞ্জলী হয়ে ঝরে পড়ে, অবশ্য বুঝতে দিল না বন্ধুকে। তাকে এড়িয়ে ওরা গল্প চালাতে থাকে। এখন টেক্সাসে ভোররাত্রি। দূরে একটা জাহাজ ডকের কাছে বিশাল জোরে হর্ন দিয়ে উঠল। বোধহয় পাড়ি দেবে আলোর দেশে যেখানে হয়তো পুজোর গন্ধ মেখে থাকবে অনেকক্ষণ। এসব কল্পনা আর গল্পে দীপ্ত এবছরও বিভোর হয়ে রইল।